CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • ধোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
ওঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 May 2019 ■ আগরতলা, ৩১ মে , ২০১৯ ইং ■ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

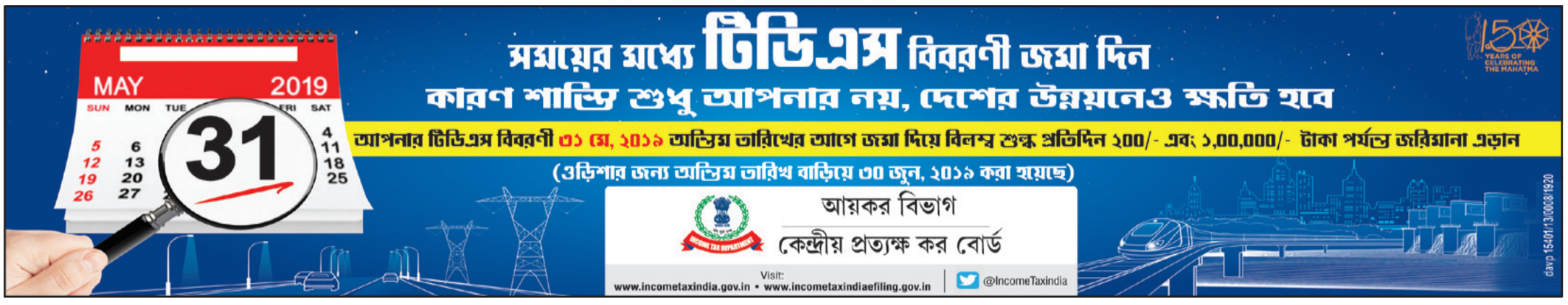

রাইসিনা হিলসে জমকালো শপথে দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত ৬ হাজারেও বেশি

দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু মোদির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লি, ৩০ মে।। দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করলেন নরেন্দ্র মোদি। রাইসিনা হিলসে জমকালে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন তিনি। এরই সাথে আজ তিনি ৫৭ জন মন্ত্রিকে নিয়ে নতুন ইনিংস শুরু করলেন। এই ঐতিহাসিক মুহুর্তের সাক্ষী হতে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে চাঁদের হাট বসেছিল।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে দেশবাসী প্রাণ খুলে আশীর্বাদ দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি। একা বিজেপির ৩০৩ সাংসদ, এই প্রচন্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে তাঁকে, মনে করা যেতেই পারে। এরই সাথে প্রত্যাশা বাড়িয়ে নতুন যাত্রা শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। নয়া ইনিংসে মোদি সেনায় যোগ দিয়েছেন বিজেপির জয়ে অন্যতম কান্ডারি অমিত শাহ। ফলে, রাজনৈতিক যুদ্ধের মতোই ক্ষুরধার প্রতিভার প্রতিফলন দেশবাসী দেশ পরিচালনায় প্রত্যক্ষ করবেন বলে আশাবাদী। নির্বাচনী লড়াইয়ে মোদি-শাহ জুটির জুড়ি মেলা ভাড়। ঠিক একইভাবে দেশের হাল ফেরাতে এই জুটি শতকের পর শতক হাঁকাবেন প্রত্যাশা দেশবাসীর।

বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরের ফোর কোর্টে দেশ-বিদেশ থেকে আগত অতিথি, দলীয় সদস্য-সমর্থক, সমাজের বিভিন্ন দিকের কৃতি গুণী জনের সামনে শপথ নেন নরেন্দ্র মোদি। রাষ্ট্রপতি রামাথ কোবিন্দ তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। হিন্দিতে শপথ বাক্যপাঠ করেন তিনি। শপথগ্রহণের পর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে করমর্দন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন সহ গোটা রাইসিনা হিলসকে বিশেষ ভাবে সাজানো হয়। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, স্মৃতি ইরানি, মুক্তার আব্বাস নাকভি, হরসিমরত কৌর বাদল, রামবিলাস পাসওয়ান, নির্মালা সীতারমণ মতো নেতানেত্রীরা। ছয় হাজারের অধিক অতিথি এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, দলের সভাপতি রাহুল গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাটিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বলিউড বহু অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুপম খের, শাহিদ কাপুর, কঙ্গনা রানাওয়াত, জিতেন্দ্র, পরিচালক রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহেরা, করণ জোহর শপথ গ্রহণে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বিমস্টেক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্র নেতারা উপস্থিত থাকেন। অন্যদিকে অনিল আম্বানি, মুকেশ আম্বানি, রতন টাটারাও এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৪ সালে রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোর কোর্টে নরেন্দ্র মোদীকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। আমন্ত্রিত ছিলেন সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সদস্য। প্রায় ৩৫০০ অতিথিদের সামনে সেবার ১৪তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এর আগে ১৯৯০তে চন্দ্রশেখর এবং ১৯৯৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোর কোর্টে নিয়েছিলেন।

মোদি মন্ত্রিসভায় এবার বেশ কয়েকজন জায়গা করে নিতে পারেননি। মন্ত্রিসভায় থাকতে না চেয়ে অরুণ জেটলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি ছাড়া আরও কয়েকজন হেভিওয়েট মন্ত্রি এবার বাদ পড়েছেন। সুষমা স্বরাজও শারিরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে নিজেকে মন্ত্রিসভায় থাকতে চাননি। এছাড়া, উমা ভারতী, মেনকা গান্ধী, জয়ন্ত সিনহা, সুরেশ প্রভু, রাজ্য বর্ধন সিং রাঠোর, রাধা মোহন সিং, জে পি নাড্ডা, মনোজ সিনহা, অনুপ্রিয়া প্যাটেল, হন্সরাজ অহির, ডা. মশেহ শর্মা প্রমুখ মন্ত্রিরা এবার মোদি সেনায় জায়গা করে নিতে পারেননি। এছাড়াও আলফোন্স কন্নথম, বিজয় গোয়েল, রাধাকৃষ্ণন পি, অনন্ত হেগরে, ডা. সত্যপাল সিং, এস এস আহলুওয়ালিয়া, রামকৃপাল যাদব, হরিভাই পার্থীভাই চৌধুরী, চৌধুরী বিরেন্দ্র সিং, সি আর চৌধুরী, পি পি চৌধুরী, রাজেন গোহেন, ওয়াই এস চৌধুরী, সুদর্শন ভগৎ এবং বিষ্ণুদেব সাই এবার মন্ত্রি হতে পারেননি।

দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। সেই দূর্লভ এবং ঐতিহাসিক মুহুর্তের সাক্ষী হতে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী সহ একাধিক বিধায়ক ও শীর্ষ নেতৃত্বরা দিল্লি গিয়েছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল অরুনাচল প্রদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ সমারোহে যোগ দিয়ে দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মাও গতকাল দিল্লি গিয়েছেন। এছাড়া খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব আজ সকালের বিমানে দিল্লি গিয়েছেন। মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ও আজ শপথ গ্রহণ সমারোহে অংশ নিতে গিয়েছেন। এছাড়া দুই নবনির্বাচিত সাংসদ বেরতি কুমার ত্রিপুরা ও প্রতীমা ভৌমিক দিল্লি গিয়েছেন।

বিজেপি প্রদেশ মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর ভিক্টর সোম জানিয়েছেন, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব আজ সকালের বিমানে দিল্লি গিয়েছেন। তিনি জানান, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, ভগবান দাস, পিনাকী দাস সহ মোট ১২ জনও আজ সকালের বিমানে শপথ গ্রহণ সমারোহে অংশ নিতে গেছেন। তাঁদের সাথে রয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

নমো সেনা

ক্যাবিনেট মন্ত্রি

- রাজনাথ সিং
- অমিত শাহ
- নীতিন গডকড়ি
- ডি ভি সদানন্দ গৌড়া
- নির্মলা সীতারমন
- রামবিলাস পাশোয়ান
- নরেন্দ্র সিং তোমার
- রবি শংকর প্রসাদ
- হরসিমরত কৌর বাদল
- থাওর চন্দ গেহলট
- ডা. সুব্রহ্মনীয়ম জয়শংকর
- রমেশ পোখরিয়াং নিশাঙ্ক
- অর্জুন মুন্ডা
- স্মৃতি ইরানি
- ডা. হর্ষ বর্ধন
- প্রকাশ জাভরেকর
- পীযুষ গোয়েল
- ধর্মেন্দ্র প্রধান
- মুখতার আব্বাস নকবি
- প্রহ্লাদ যোশি
- ডা. মহেন্দ্র নাথ পান্ডে
- অরবিন্দ গনপত সাবন্ত
- গিরিরাজ সিং
- গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গায়ে আগুন লাগিয়ে গৃহবধূর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চড়িলাম, ২৯ মে ।। অকালে ঝরে গেল আরেকটি প্রাণ। বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ কুমারঘাট ব্লকচৌমনী এলাকার লিপি দাস (২৪) দুই সন্তানের জননী নিজ শরিরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। স্বামী কিশোর দাস জানান, ঘটনার সময় সে বাড়িতে ছিল না। তবে কি কারণে লিপি দাস আগুন লাগালো সেবিষয়ে কেউ কিছু বলছে না। প্রতিবেশিরা চিৎকার শুনে এসে লিপি দাসকে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার জানান, যে লিপি দাস কে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। লিপির দেহ হাসপাতালের মর্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধজংনগরে ৪ কোটির অধিক নেশা সামগ্রী ধ্বংস করছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। প্রচুর নেশা সামগ্রী আজ আজ আগরতলায় বোধজংনগরে ধ্বংস করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। ওই নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। তাতে রয়েছে, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ইয়াবা ট্যাবলেট এবং হেরোইন।

ত্রিপুরা পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, সারা রাজ্যে নেশা বিরোধী অভিযানে উদ্ধার নেশা সামগ্রীগুলি আজ ধ্বংস করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পান্না আহমেদ ধর্ষণ মামলায় পুণরায় সাক্ষ্য গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করল ত্রিপুরা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। বরখাস্ত টিসিএস অফিসার পান্না আহমেদের ধর্ষণ মামলায় নির্যাতিতার বয়াণ পুণরায় রেকর্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি সঞ্জয় কারোল। আগামী ১৭ জুন এই মামলায় উভয় পক্ষকে জজ কোর্টে হাজির থাকতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ওইদিন সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী দিন চূড়ান্ত হবে। বৃহস্পতিবার এ-কথা জানিয়েছেন আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক।

২০১৬ সালে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত হন তদানিন্তন যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পান্না আহমেদের। ভাড়া খুজতে আসলে দুই সন্তানের জননীকে তিনি ধর্ষণ করেন বলে থানায় মামলা করেন নির্যাতিতা। ওই ঘটনায় প্রথমে তিনি গ্রেপ্তারী এড়াতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিপুরা এবং অসম পুলিশের যৌথ অভিযানে দুই সপ্তাহ পর তাঁকে করিমগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধর্ষণে অভিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে তদানিন্তন রাজ্য সরকার বরখাস্ত করেছিল।

ওই ধর্ষণ মামলায় পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচার প্রক্রিয়ায় হলে আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান পান্না আহমেদ। নির্যাতিতা অভিযোগ করেন, তাঁর বয়ান আদালতে সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয়নি। তাই বয়ান পুণরায় রেকর্ড আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু, আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপরই রাজ্য সরকার ত্রিপুরা হাইকোর্টে আবেদন জানায়।

এ-বিষয়ে আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক আজ জানিয়েছেন, পশ্চিম জেলা দায়রা ও জজ আদালতে ধর্ষণে অভিযুক্ত বরখাস্ত টিসিএস অফিসার পান্না আহমেদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু, নির্যাতিত অভিযোগ করেন আদালতে তাঁর বয়ান সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয়নি। তাই তিনি স্পেশাল প্রসিকিউটর চেয়েছিলেন। সেই মোতাবেক তাঁকে স্পেশাল প্রসিকিউটর দেওয়া হলে পুণরায় সাক্ষ্য গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন বলে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু, আদালত সেই আবেদন খারিজ দেয়। ফলে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা হাইকোর্টে পান্না আহমেদের ধর্ষণ মামলায় পুণরায় সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিজ্ঞপ্তি জারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার) কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির ভোটার তালিকা প্রণয়নে নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারন করে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে।

এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী খসরা ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৩রা জুন। দাবী ও আপত্তি গ্রহণ করার শেষ দিন ১০ জুন। দাবী ও আপত্তি সমূহের নিস্পত্তি করা হবে ১১ জুন থেকে ১৫ জন পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ জুন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জল নিয়ে রণক্ষেত্র ঢুপিরবন্দ, রক্তাক্ত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। যুবরাজনগর পঞ্চায়েতের ঢুপিরবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলকে কেন্দ্র করে দা দিয়ে কোপাকোপি সংগঠিত হয়। পাঁচ জনকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা এনে ভর্তি করেছে। যে পাঁচ জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে তাদের মধ্যে জামিল হুসেন (২৭), জাকির হুসেন (২৩), সবিকুল ইসলাম (১৯), সইফুদ্দিন (৩১) এবং সমজ উদ্দিন (২৩)। এর মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সইফুদ্দিনকে বাইরে রেফার করেছে দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে ঢুপিরবন্দ ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জামিল হুসেন এলাকার সামসুদ্দিন (৩৫) কে বলেছিল, রোজার মাসে সরাসরি মোটর লাগিয়ে জল টেনে নিলে অন্যরা বঞ্চিত হয়। এতে সন্ধ্যার পর সবার খুব কষ্ট হয়, তা না করার জন্য। জামিল এলাকার বিজেপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত। এই কথার পরই সামসুদ্দিন জামিলকে বলে আমরা কংগ্রেস করি বলে কি আমাদেরকে এই কথাগুলি বলা হচ্ছে। কিন্তু কথা কাটাকাটির পর ঠান্ডা হয়ে যায়। জামিল তার একটা কাজে কৈলাসহর চলে আসে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার পর জামিল বাড়িতে আসে। রাত ৭টার পর জামিলের ভাই জাকির বের হলে অন্ধকারে দা দিয়ে অপেক্ষায় থাকা সামসুদ্দিন, ময়না মিয়া (৫০), কাজল মিয়া (৩২), বরিমুদ্দিন (২৩) তার উপর ঝাপিয়ে পলে। চিৎকার শুনে জামিল, সাবিকুলা ইসলাম, সইফুদ্দিন এবং সমক উদ্দিন দৌড়ে গেলে তাদের উপরও এলোপাথারি দা দিয়ে হামলা করা হয়। চিৎকারে এলাকাবাসীরা দৌড়ে এলে আক্রমণকারী চারজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাদেরকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় ধর্মনগর হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। চিকিৎসকরা আশংকাজনক অবস্থা দেখে সইফুদ্দিনকে বাইরে রেফার করে। এলাকায় সাথে সাথে পুলিশ, টিএসআর পাঠানো হয়। এদিকে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে। তবে ওই ঘটনার জেড়ে গোটা এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তবে এলাকাবাসীদের পক্ষে দাবি করা হচ্ছে আক্রমণকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২২৭ ◻ ৩১ মে
২০১৯ ইং ◻ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্যাডেল রিক্সায় মোটর

না, বেআইনী কাজের সমর্থন মিলিল না। প্যাডেল রিকসা হইতে মোটর খুলিয়া নিতে আবারও হাইকোর্ট অব ত্রিপুরা নির্দেশ জারী করিল। ইতিপূর্বে প্যাডেল রিকসায় মোটর খুলিবার নির্দেশ হাইকোর্ট জারী করিবার পর রাজ্য সরকার কার্য্যত দোটানায় পড়িয়া যায়। একদিকে রিকসা শ্রমিকদের রোষ ও ভোটের রাজনীতি রাজ্য সরকারকে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। ইতিপূর্বে হাইকোর্ট অব ত্রিপুরার নির্দেশের পরে পরেই অত্যুৎসাহী ট্রাফিক পুলিশ প্যাডেল রিকসা হইতে মোটর খুলিয়া রোষের মুখে পড়েন। রাজ্য সরকার তাহাকে শান্তির মুখে ঠেলিয়া দেয়। আবারও যখন হাইকোর্ট প্যাডেল রিকসা হইতে মোটর খুলিবার নির্দেশ জারী করে তখন ট্রাফিক পুলিশ সরকারী নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। নির্বাচন তো শেষ। রিকসা শ্রমিকদের রোষ ভোটের বাক্সে প্রভাব ফেলিবার সুযোগ এই মুহূর্তে নাই। সামনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। রিকসা শ্রমিকদের রোষ কি সেখানে গিয়াও পড়িবার সম্ভাবনা আছে? এইসব সাত পাঁচ ভাবিতে হইতেছে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে। ইতিপূর্বে হাইকোর্টের নির্দেশের পরই রিকসা শ্রমিকরা শহর আগরতলায় বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। প্রশাসন তাহাদের বাবা সোনা বলিয়া ক্ষোভের আগুন নিভাইয়াছে। এইবার কি হইবে? হাইকোর্টের নির্দেশ কার্য্যকর করার দায়িত্ব পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ও এই জেলার ট্রাফিক সুপারের। হাইকোর্ট নির্দিষ্ট করিয়া দায়িত্ব কাহার তাহা জানাইয়া দিয়াছেন।

প্যাডেল রিকসায় মোটর লাগানোর পর পুর নিগম ও বাম সরকার দেখিয়াও না দেখিবার ভান করে। বামফ্রন্ট সরকারের পরোক্ষ মদতেই গণহারে প্যাডেল রিকসায় মোটর লাগিয়াছে। আগরতলা পুর এলাকার কতগুলি রিকসা আছে? প্যাডেল চালিত কতগুলি রিকসায় মোটর লাগিয়াছে তাহার হিসাব কি পুর নিগমের আছে? রিকসার উপর কি ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ আছে? রিকসা ভাড়ার কোনও তালিকা আছে। সময় সুযোগ বুঝিয়া রিকসাওয়ালারা যাত্রীদের সঙ্গে জুলুমবাজী চালায়। প্যাডেল চালিত রিকসা ব্যাটারির সাহায্যে চালানো হইলে যাত্রী নিরাপত্তার গ্যারান্টি কি? প্রতিনিয়ত বিপদের ঝুঁকি। মোটর লাগানো হইলে শ্রমিকদের পরিশ্রম কমে ইহা সত্যি। কিন্তু নিরাপত্তার গ্যারান্টি কি? ভ্যাহিকেল আইনে তাহার কোন অনুমোদন নাই। তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী। হাইকোর্ট তাই প্যাডেল রিকসায় মোটর বাদ দিবার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা রাজ্য সরকারকে মান্যতা দিতেই হইবে। ইহাতে রিকসা শ্রমিকদের সামনে গভীরতর সংকট নামিয়া আসিবে ইহাও সত্যি। বহু রিকসা শ্রমিক ঘটিবাটি বিক্রি করিয়া রিকসায় মোটর লাগাইয়াছেন। এই শহরে রিকসা মালিকরাই এই প্যাডেল রিকসায় মোটর লাগাইয়া চড়া ভাড়ায় মোটা টাকা গুনিতেছেন। মোটামুটি পাওয়া পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে অন্তত আশী শতাংশ মোটর চালিত প্যাডেল রিকসা কয়েকজন মালিকেরই। তাহারা ভাড়া খাটাইয়া মোটা টাকা কামাইতেছেন বেশীরভাগ রিকসা শ্রমিকই রিকসা চালান ভাড়া নিয়া। এই শহরের অন্তত ৬০ শতাংশ রিকসা চালকই মফস্বলের। শহর আগরতলায় বসবাসরত রিকসা চালকের সংখ্যা নগন্যই। রিকসা চালকদের অধিকাংশই অন্য ব্যবসায়ও জড়িত। কাহারও দোকান আছে, কেহ কৃষি করেন। আবার কেহ নির্মাণ বা অন্য কাজ করে। রিকসাই ধ্যান জ্ঞান এমন চালকের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না। এই শহরের রিকসা চালকদের উপর পুর নিগমকে সমীক্ষা চালানো উচিৎ। এই পেশায় কতজন জড়িত। কতজন চালকের নিজস্ব রিকসা আছে। কতজন এখন প্যাডেল দিয়াই রিকসা চালাইতেছেন। এইসব তথ্য এই মুহূর্তে অনেক বেশী জরুরী। রিকসা শ্রমিকদের নিয়া সস্তা রাজনীতি করিতে গিয়াই বাম আমলে এই বেআইনী কাজকে পুর নিগম ও বাম সরকার মদত দিয়াছে। তাহারই খেসারত দিতে হইতেছে নতুন সরকারকে। এই সরকারেরও এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। প্যাডেল চালিত রিকসা দেশের কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। বাংলাদেশের জাতীয় বাহন হিসাবে রিকসা স্বীকৃত। কিন্তু এই প্যাডেল চালিত রিকসায় মোটর লাগানো হয় না। বাংলাদেশে অগুনতি রিকসা। রঙিন ও সুদৃশ্যময় এই সব রিকসাগুলি প্যাডেল দিয়াই চলে। মোটর নৈব নৈব চ। এই যখন অবস্থা তখন ত্রিপুরায় এই বেআনী কাজ বন্ধ না করিয়া তো উপায় নাই। যতদিন যাইতেছে ততই নতুন নতুন প্যাডেল চালিত রিকসায় মোটর লাগিতেছে। কারণ, রিকসা চালকরা ধরিয়াই নিয়াছে সরকার রিকসা শ্রমিকদের মাথায় তুলিয়া রাখিবে। তাঁহাদের প্যাডেল চালিত রিকসা হইতে মোটর খুলিয়া নিতে পারিবে না সরকার। কিন্তু এখন তো রাজ্য সরকারকে ঝাড়িয়া কাশিতেই হইবে। হাইকোর্টের রায় মান্য করিতে হইলে প্যাডেল রিকসা হইতে মোটর না খুলিয়া তো উপায় নাই। রাজ্য সরকারকে কাল বিলম্ব না করিয়া রিকসা শ্রমিকদের বিষয়ে ভাবিতে হইবে।

রাজ্য থেকে ১১ মহিলা সাংসদ, শতাংশের হিসেবে ২৬

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : শাসক দলের মহিলা সাংসদের সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক ভাবে মহিলা সাংসদের সংখ্যাও কমেছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যে এবার শাসক দলের ভোট কমেছে। কোপ পড়েছে সাংসদের মহিলা ব্রিগেডেও।

সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সরব হয়েছে বিভিন্ন দল। কিন্তু নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর নিরিখে সেই 'সক্রিয়তা' দেখা যায় না। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থার রাজ্য কো-অর্ডিনেটর উজ্জয়িনী হালিমের মতে, গোটা দেশেই মহিলা প্রার্থীর হার অনেক কম। তবে এ রাজ্যে তৃণমূলের প্রার্থীর তালিকায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তার ফলে জয়ী প্রার্থীর হারও বেশি হয়েছে। ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে এ রাজ্য থেকে ১২ জন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হন। সেই তালিকায় ১১ জনই ছিলেন তৃণমূলের। বাকি এক জন, মৌসম বেনজির নুর ছিলেন কংগ্রেসের। এ বছর ভোটের আগেই তিনি দল বদলে তৃণমূলে আসেন। মালদহ (উত্তর) কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয় তাঁকে।

কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার তথা প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রী যুঁই বিশ্বাস 'হিন্দুস্থান সমাচার''-কে বলেন, ''আমাদের দলনেত্রী বরাবরই মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা মুখে বলেন, কাজেও করে দেখান। এটা করা গেলে সমাজের সব দিকে উন্নতি হতে বাধ্য। কারণ, দুর্নীতি, অপরাধসুলভ মনোবৃত্তি এ সব মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের অনেক বেশি। এই সংসদে প্রায় ৪৫ শতাংশ সদস্য নাকি নানা মামলায় অভিযুক্ত। এর মধ্যে মহিলা ক'জন। সুতারাং, সব দলকেই এমনভাবে সাংগাঠনিক পরিকাঠামো সাজাতে হবে, যাথে মহিলা জনপ্রতিনিধি আরও বেশি করে উপহার দেওয়া যায়।

একই মনোভাব বাম নেত্রী তথা সদ্য লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আরএসপি প্রার্থী মিলি ওঁরাওয়ের। ভোটের আগে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জেতার আশার কথা বলেছিলেন। দেখা গেল জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটা কি এই ফলাফলে ব্যাপক মার খেল? মিলির জবাব, ''না। সার্বিকভাবে প্রায় সব বাম প্রার্থীরই এক দশা হয়েছে। তবে, যত নারী সংসদে যায়, ততই ভাল। বিষয়টা বিভিন্ন দলের মাথায় রাখা দরকার।'' গত লোকসভা ভোটের পরে বনগাঁর তৃণমূল সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রী মমতাবালা ঠাকুর সাংসদ হন। সেই সময় মহিলা সাংসদের সংখ্যা বেড়ে হয় ১৪। ২০১৬ সালে কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ রেণুকা সিংহের মৃত্যুর পরে সেখানে জেতেন পার্থপ্রতিম রায়। ২০১৭ সালে উলুবেড়িয়ার তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদের মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী সাজদা আহমেদ ওই কেন্দ্রেই সাংসদ হন। ফলে সদ্য-সমাপ্ত নির্বাচনের আগে রাজ্যের মোট মহিলা সাংসদ ছিলেন ১৩ জন। শতাংশের হিসেবে ৩০। এ বার সেই হার চার শতাংশ কমে গিয়েছে। লোকসভা ভোটের ফলাফল বলছে, এ বার রাজ্য থেকে দিল্লিতে পাড়ি দিলেন ১১ জন মহিলা সাংসদ। তাঁদের মধ্যে ন'জন তৃণমূল কংগ্রেসের, দু'জন বিজেপির। শতাংশের হিসেবে ২৬। তৃণমূলের মোট সাংসদের

ছয়ের পাতায়

যিনি জয়ী হন তিনিই হাসতে পারেন

অচিন রায়

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, সমস্ত বিচ্যুতি সত্ত্বেও, আমাদের লোকতন্ত্রের যে বিশিষ্ট অর্জন, জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন, তা আরও একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। একই সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল চারটি রাজ্যে। তার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের যদি হয় ভোটের ফলে সরকার পরিবর্তন, তাহলে ওড়িশায় পঞ্চমবারের জন্য একই বিজু জনতা দলের নবীন পট্টনায়ক সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন।

কেন্দ্রেও জনসমর্থনের সুনামিতে বিপুল গৌরবে দ্বিতীয়বারের জন্য ফিরে এল নরেন্দ্র মোদি সরকার। সম্প্রতি তুফানি ফণী ঝড়ের দাপটে ভারতের পূর্বকূল বিধ্বস্ত করে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। তারপরে পরেই দেশে মাসাধিকালের সপ্তপদী ভোটপর্বের শেষে, সাইক্লোনিক মোদির প্রবল প্রবাহই সারা ভারতকে গ্রাস করে। একমাত্র দক্ষিণ প্রান্ত ছাড়া। রামায়ণে আছে, বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো পেট, লঙ্কা ডিঙোতে সবে মাথা করে হেঁট। সাম্প্রতিক নির্বাচনেও দেখা গেল নানান মহনেতা নানান ভাষায়, 'মোদি হটাও দেশ বাঁচাও' রবে তুমুল কোলাহল তুললেও অবশেষে ভোটফলে তাঁদের সম্মিলিত গর্জন, ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত। কেননা স্ব স্ব প্রধান নেতার সম্মিলিত প্রয়াস অপেক্ষা একজন নেতাকে নির্বাচন করাই জনগণ শ্রেয় মনে করে।

দেশে-বিদেশে বহু সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদি যে শেষ পর্যন্ত জনসুনামিতে ভারত প্লাবিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন একথা কিন্তু কেউই আন্দাজ করতে পারেননি। ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পরে অবশ্য তিনটি সমীক্ষা বিপুল ভোটে মোদির জয়লাভের কথা বলে, বিশেষ করে ইন্ডিয়া টুডের সেফলজিস্ট প্রবীর গুপ্ত। তিনি, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও যে বিজেপি ও তৃণমূল বিজয়ী সংখ্যায় প্রায় কাছাকাছি থাকবে সে সম্বন্ধে ও নির্ভুল পূর্বাভাস করেছিলেন। ফলাফল প্রকাসের পর তা প্রায় মিলে যায়।

ভোটের আগে এক দফা সমীক্ষা হল, ভোটের পরেও ফলের সমীভা হবার পর এমন ভোটের উত্তর পর্বের সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। এ বিষয়ে বামপন্থী পোঙ্গাপণ্ডিত এবং সবজানতা পোলপণ্ডিতদের পালা, দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিক নির্দেশ করার। তবে মুশকিল হল, এই পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের বিদ্যেবোঝাই বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় বাস্তবের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। এই পোঙ্গাপণ্ডিত ও পোলপণ্ডিতদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে নরেন্দ্র মোদি পুনর্বার জনসমর্থনে সরকারে আসীন হয়েছেন। তাই নিয়ে অবশ্য দেশে বিদেশে শোকতাপের বন্যা বয়ে যাচ্ছে; বিদেশি সংবাদপত্র থেকে স্বদেশি পণ্ডিতদের। পণ্ডিতাগ্রগণ্য আমাদের নোবেলম্যান তো বলেছিলেন যে ভারতের প্রধামন্ত্রী হতে গেলে মোদিকে মুসলমানদের সমর্থন পেতে হবে। মোদি সেকথায় দৃকপাত করেননি। তাই বোধ হয় তিনি খেদোক্তি করেন, যে দেশে অশিক্ষিতের হাতে শাসনভার সে দেশের ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্জ্বল হতে পারে না।

মোদির এই বিপুল বিজয়ের পর অবশ্য পোলপণ্ডিতরা এখন চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সন্ধানে ব্যস্ত। এবং বর্তমান গেরুয়া-চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের সমন্বয় যে দেশে কী প্যাসিবাদী সংকট গড়ে তুলবে, সেকথায় সোচ্চার হবেন। যেমন অটলবিহারী জেতার পর মুখ ও মুখোশ তত্ত্বেও দেশে যে বহুত্ববাদবিরোধী হিন্দুত্বের আগমন ঘটবে, সে বিষয়ে অতি বুদ্ধিমানরা সকলেই সরব ছিলেন। কিন্তু উন্নয়নের দিশা দেখিয়ে সম্প্রীতির আবহেই যখন তিনি সংবিধানসম্মতভাবে বিজয়ী দলের হাতে শাসনভার তুলে দিলেন, তখন হল মনমোহন জমানার সূচনা। মোদির প্রথমবার নির্বাচনের পর দেশে গেল গেল ভাব সত্ত্বেও কিন্তু ঠিক সময়েই নির্বাচন হল এবং সেই নির্বাচনের ফলাফলে কারওর কোনও আপত্তি হয়নি। তবে অনেক পণ্ডিতমশায় ভবিষ্যদর্শনে বলছেন যে, এবার বোধহয় মোদির নেতৃত্বে বহুত্ববাদী ভারত, একত্ববাদী হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কিন্তু সেকথা ঘুণাক্ষরেও বিজেপির ম্যানিফোস্টেতে উল্লেখ নেই। বিজয়োত্তর ভাষণে মোদি বরং ফেডারাল পন্থায় সকলের একসঙ্গে একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' মূল মন্ত্র ধরে সকলের সমবায়ে সরকার চালিয়ে, স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃষকদের সমস্যার সমাধানে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

একদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাকে রূপায়িত করার পক্ষে জনগণ তাঁকে অবাধ অধিকার দিয়েছে। অবশ্য পণ্ডিত সমালোচকদের মতে, পাঁচ বছরের রাজত্বে মোদি সব বিষয়ে ফেল করার পর এবং সেজন্য তীক্ষ্ণভাবে সমালোচিল হওয়ার পর মোদি আবার ফিরে আসার রহস্যটা কী! এ বিষয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। আমাদের মতে, লোকে মোদিকে অন্যদের অপেক্ষা বেশি সমর্থন করেছে তার কারণ তাঁর ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর মোদির নামে বারো বছর ধরে 'মত্তত কা সত্তদাগর' চেঁচালেও, সেই মোদি পরে কিন্তু সেসব অতিক্রম করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন। গুজরাতে মোদির আগে কংগ্রেস বা অকংগ্রেস আমলে যেভাবে নিয়মিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে, যার বিবরণ পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, গোধরা কাণ্ডের পর---নানাবতী কমিশন যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে—মোদির আমল থেকে আজ বিশ বছর কিন্তু কোনও ঘটনার উল্লেখ নেই।

ভুল হোক বা ঠিক, মোদির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে জনগণ বারবার সমর্থন জানিয়েছে। যেমন 'ডিমানিটাইজেশন'-এর সময় সাধারণ মধ্যবিত্ত কিন্তু অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেও, তাকে দুর্নীতি দমনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার ফলে অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্প, সাধারণ দোকানদার, হকার বা ব্যবসায়ী যারা নগদের অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা ক্ষুব্ধ হলেও কিন্তু তেমনভাবে বিক্ষোভে ফেটে না পড়ে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিরোধীরা নোটবন্দি, নোটবন্দি বলে হল্লা করার চেষ্টা করেছেন।

নোটবন্দি এবং জিএসটি উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু মোদি সরকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। যেমন জিএসটি প্রবর্তনে অযথা জটিলতা করাটা অদূরদর্শিতার যেমন, পরিচয়, তেমনি নোটের ক্ষেত্রে আগে থেকে দু'হাজার টাকার নোট এবং পাঁচশো টাকার নোট ছাপিয়ে নিয়ে, বিমুদ্রাকরণ করলে লোকের কষ্ট অনেক কম হতো। এই দু'টি ক্ষেত্রে যা সরাসরি জনজীবনকে প্রভাবিত বা আঘাত করেছে, তার মধ্যে জনগণ দেখেছে, এই সরকার, ইউপিএ'র মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত নয়। একইভাবে সীমান্তে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও বালাকোটে জঙ্গি ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণও মোদির দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রমাণ দেয়। আসলে বিদেশ বিষয় ও সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ জাতীয় বিষয়। ভারত সরকারের সেই কাজে সন্দেহ প্রকাশ ও তাকে হেম প্রতিপন্ন করার রাজনীতি যাঁরা করেছেন, তাঁরা নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। দায়িত্বশীল রাজনীতিক হিসেবে সমস্ত নেতানেত্রীর উচিত ছিল এটিকে সমর্থন জানিয়ে এই কৃতিত্বের ভাগীদার হওয়া। তা না করে তাঁরা অন্ধ-বিরোধীতায় গণ-আবেগের বিরুদ্ধে নিজেদের চিহ্নিত করেছে।

অর্বাচীন রাজনীতির প্রভাবে কেউ বলেছেন এটা সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব কিংবা এয়ারফোর্সের কৃতিত্ব, এতে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত এয়ারফোর্স অফিসাররা বলেছেন, যে, তাঁরা প্রস্তাব দিলেও পূর্ববর্তী সরকার এরকম সক্রিয়তার অনুমতি দেননি। আসলে যখন ইন্দিরা গান্ধির আমলে (পরিবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) এ পি জে আবদুল কালাম ইসরোর সফল প্রযুক্তিতে মিসাইল পাঠন, তখন প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে সংবাদ সম্মেলন করেন।

একইভাবে যখন আণবিক প্রযুক্তিতে সফলতা আসে বা বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারত বিজয়ী হয়, তখন কিন্তু যথার্থভাবেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে সকলেই কৃতিত্ব দেন। কেন-না যে কোনও বৃহৎ সরকারি কাজ, সে যুদ্ধ কিংবা শান্তি, তার পশ্চাতে থাকে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথার্থতা। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইন্দিরা গান্ধি যেমন দ্বিতীয় 'জিএসটি' ব্যবস্থার প্রবর্তন দেশে জিএসটি অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং বাংলার প্রাক্তন বামপন্থী অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত সকলেই কাঙ্ক্ষিত বলে মত প্রকাশ করলেও কিন্তু সেটা অচল সংসদে কিছুতেই পাশ করা যায়নি। মোদির কৃতিত্ব এই যে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে জিএসটিকে আইনে পরিণত করেন। দু'টি ক্ষেত্রেই এক শ্রেণির অর্থনীতিবিদ এগুলিকে দূরপ্রসারী কল্যাণমূলক সংস্কাররূপে অভিহিত করেছেন, কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি একে গব্বর সিং ট্যাক্স বলে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন।

পারদর্শিতা দেখিয়ে লোকপ্রিয় হয়েছিলেন, তেমনই নরেন্দ্র মোদির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লোককে খুবই প্রভাবিত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদি যেমন একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক একটি প্রকল্পের সূচনা করছেন, অন্যদিকে বিরোধী নেতারা কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদির সমালোচনায় আবদ্ধ থেকে নিজেদের কোনও গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। আন্না হাজারের অনশন আন্দোলন থেকে উঠে আসা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যেভাবে দিল্লিতে বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিলেন, তার সদ্ব্যবহার করে পাঁচ বছর নীরবে দিল্লির উন্নয়নে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারতেন। তাহলে সেটাই হতো তার তুরুপের তাস। সে কাজ না করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাগযুদ্ধে বৃথা কালক্ষেপ করে, লোক হাসিয়েছেন ও নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। অন্যান্য বিরোধী নেতা সকলেই নিজ নিজ রাজ্যের খুদ-কুঁড়োর সম্বল নিয়ে কেন্দ্রে দেবেগৌড়ার মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে স্বপ্ন দেখছিলেন, তার ভরাডুবি হতে বাধ্য। তাকে ব্যঙ্গ করে মোদি বলেছেন, দিল্লি দূর অস্ত। এবারের নির্বাচন যেমন একদিকে শাসক দল ও তার জোটকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছে, তেমনি বিরোধী দলদেরও একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করেছে। কেন-না সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে শাসক এনডিএ'র দখলে যদি থাকে ৩৫২ সদস্য তাহলে বিরোধী পক্ষে কংগ্রেসের ৫২ সহ ইউপিএ-র ৮৪ এবং অন্যান্য দলের আছে ১০৫ সদস্য। সুতরাং বিরোধীপক্ষে প্রায় দুশো সদস্য। এই বিরোধী পক্ষ যদি আগের সংসদের মতো কেবল সর্বনাশা কর্মনাশা গণ্ডগোলে সীমাবদ্ধ না থেকে, তুখোড় যুক্তিসিদ্ধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিরোধীতা বা সহযোগিতা করার একটি সুর্বণ সুযোগ আছে। স্বাধীনতার পর বিরোধীপক্ষে শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি, নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি, রামমনোহর লোহিয়া, পিলু মোদি, ইন্দ্রিজিৎ গুপ্ত বা ফিরোজ গান্ধির মতো আলোচনা সমালোচনায় মুখর হয়ে সরকারের কাজের সমীক্ষা করতেন, সেইরকম সংসদ মুখরত অবশ্যই দেশের পক্ষে যেমন ভালো, তেমনি, বিরোধী নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণেও সাহায্যকারী।

গত পাঁচ বছর ধরে সংসদে যে অকারণ গণ্ডগোল, আলোচনা পণ্ড করার সক্রিয়তা দেখা যায়, তার শুরু কিন্তু প্রথম ইউপিএ সরকারের আমল থেকে। বিজেপির পরাজিত সম্রাট লালকৃষ্ণ আদবানি তাঁর নেতৃত্বদানের অক্ষমতায় পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাসে সংসদ বানচালের অপচেষ্টা আরম্ভ করেন। একদা বিজেপি প্রেসিডেন্ট লালকৃষ্ণ আদবানি রামরথে চড়ে এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসে সক্রিয় তেকে লৌহপুরুষরূপে অভিহিত হন। কিন্তু অবশেষে সেকুলার সাজতে পারিস্তানে গিয়ে জিন্নাহকে জাতীয় নেতারূপে বন্দনা করায় দেশে ফিরে পার্টির চরম বিক্ষোভের মুখে পড়েন এবং তাঁকে সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।

তারপর ২০০৪ সালে বাজপেয়ী সরকারের অবসানের পর আদবানিরই এনডিএ-র প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু বিজেপি নিজেদের গরিষ্ঠতা ঠিক রাখলেও অন্ধ্রে অতিওস্তাদ চন্দ্রবাবু নাইডু ও তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার ভারাডুবিতে, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মনমোহনের ইউপিএ সরকার গঠনে অগ্রাধিকার পায়। তখন হতাশ আদবানির একমাত্র কাজ হয় সংসদ বানচাল করা। তাঁর এই নর্থক ভূমিকার ব্যর্থতাতে বীতশ্রদ্ধ হয়েই জনগম স্থায়িত্বের স্বার্থে মনমোহনকে দ্বিতীয়বার অধিকতর সংখ্যায় জয়ী করে।

আদবানির সেই দুবারের ব্যর্থতা ও সৎ সজ্জন, বিদ্বান কিন্তু অক্ষম মনমোহনের আমলে চূড়ান্ত দুর্নীতির বিপরীতে, সর্বনিন্দিত নরেন্দ্র মোদি, 'সাব কা সাথ, সব কা বিকাশ' মন্ত্র আউড়ে নতুন আশার বার্তাবহ হয়ে ওঠেন। তাঁর মায়ের আশীর্বাদ বাণীকে মাথা পেতে নিয়ে মোজি যেমন গুজরাতে 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' শপথ নেন, তেমনি কেন্দ্রে এসেও ভাই-ভাইপোর স্বার্থে সে নীতি থেকে বিচলিত হননি। সেই জন্যেই পাঁচ বছরের সরকার চালানোর পরও তাঁর বা তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযো গেই। আরোপিত অভিয়োগ 'রাপাল, রাফাল' নিয়ে চেঁচিয়ে বেড়ালেও, সেই মিথ্যালাপের জন্যে রাহুল গান্ধিকে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। মোদি বিরোধী মহাপণ্ডিতরা Rahul has evolved বলে চিলচিৎকার করলেও, তার অন্তঃসারশূন্যতা শেষ পর্যন্ত ভরাডুবি ডেকে আনে।

অতি বুদ্ধিমানদের উপদেশে রাহুলের অপর একটি ব্যর্থতা, কংগ্রেসের চিরকালের সেকুলার নীতি ত্যাগ করে, নরম হিন্দুত্বের ভজনায় মন্দির মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো। তিনি এবং তাঁর বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জানা উচিত ছিল মেকি অনুকরণে কখনও লোক ভোলানো যায় না। সেই জন্যেইশাস্ত্রে বলেছে স্বর্ধমে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। সেই জন্যেই সোনিয়া গান্ধি নির্বাচনের আগে জামা সমজিদের ইমামের আশীবার্দ গ্রহণে যেমন সেকুলারিজমের হানি করেন, রাহুল ও প্রিয়ঙ্কাও মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়ে জাত হারিয়েছেন।

তবে নির্বাচনের পর এই প্রথম রাহুল গান্ধি পরিণামমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মোদির জয় স্বীকার করে তাঁকে এবং আমথি বিজয়ী স্মৃতি ইরানীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সুশাসনে দেশ চালাতে গেলে যেমন একটি স্থানীয় সরকার প্রয়োজন, একইভাবে প্রয়োজন একটি দায়িত্বশীল বিরোধীপক্ষ। ইংল্যান্ডের একদা প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের বিরুদ্ধে অনেকদিন বিরোধী নেতা থেকে ডিজরেলি সফল করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এখন আমাদের প্রয়োজন এখন দায়িত্বশীল বিরোধী নেতা এবং রাহুল গান্ধি সেখান থেকেই শুরু করতে পারেন, ভবিষ্যতে সফল দেশনেতা হয়ে উঠতে।

(সৌজন্য দৈঃ স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার ৪ কোটি টাকার উপর নেশা সামগ্রী ধ্বংস করে পুলিশ ছবি- নিজস্ব।

দুর্গাপুরে বন্ধ গাড়ীর ভেতর যুগলের রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ৩০ মে (হি. স.) : বন্ধ গ্যারেজ। ইঞ্জিন চালু গাড়ির। চলছে গাড়ির এসি। তার ভেতর থেকে যুগলের মৃতদেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরের ইস্পাত কলোনী ডেভিড হেয়ার রোডে। গোটা ঘটনার বিস্তর রহস্যের দানা বেঁধেছে। তদন্ত শুরু করেছে কমিশনারেট পুলিশ।

ঘটনায় পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃত যুগলের নাম যথাক্রমে কৌশিক গোস্বামী (২৮) ও কাবেরী ভট্টাচার্য্য (৪০)। মঙ্গলবার রাতে মৃত কৌশিকের গ্যারেজেই গাড়ীর মধ্যে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। শরীরে ফসকার দাগ। ইঞ্জিনের গরমে গ্যারেজ গেট গরম হয়েছিল। গাড়ীর এসি তখনও চলছিল। পরিবার সুত্রে জানা গেছে, কৌশিক ৮ মাস আগে তার বাবার অসুস্থতা জনিত কারনে সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাতে চাকরী পায়। বছর দেড়েক আগেই মাতৃহারা হয়েছে কৌশিক। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা। অন্যদিকে কাবেরী ভট্টাচার্য বিবাহিতা , কৌশিকের বাড়ীর পিছনের পাড়াতেই স্বামী ও কন্যাসহ থাকতেন। কাবেরীদেবীর স্বামী দমকল বিভাগের কর্মী।

তাঁর পরিবারের লোকজন জানিয়েছে,' গতকাল রাতে দীর্ঘক্ষন ফোনে না পেয়ে প্রতিবেশীদের জানায়। তারপরে পাড়ার লোক খোঁজাখুজি শুরু করে।' এদিকে বাড়ীর কিছুটা দুরে কৌশিকের মোটরবাইকটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকাবাসীর। তারপর কৌশিকের গ্যারেজের সামনে এসে গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। গ্যারেজ ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় পাঁচিল ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে পুলিশ গাড়ির ইঞ্জিন ও এসি চালু অবস্থায় দেখে তারা। গাড়ির ভেতর থেকে অসংলগ্ন অবস্থায় দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তর জন্য পাঠায়। ঘটনার পরিস্থিতি দেখে অবৈধ সম্পর্কের তত্থই খাড়া করছে প্রতিবেশীরা। যদিও কৌশিকের বাবা কাঁদন গোস্বামী জানান,' এধরনের সম্পর্কের কথা আগে জানতাম না। তাহলে আগেই আপত্তি করতাম।' তবে ঠিক কি কারনে মৃত্যু , তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। দমবন্ধের কারনেই মৃত্যু নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোন রহস্য? পুলিশ জানিয়েছে,' প্রাথমিক তদন্তে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যুবকের পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো রড, ঘটনায় লাগলো রাজনীতি রং

হুগলী,৩০ মে (হি. স.) : প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে যুবককে বেধরক মারের পর পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হল রড,গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় যুবককে ভর্তি করা হয় কলকাতায় পিজি হাসপাতালে।গ্রেফতার ছয়জন।এই ঘটনায় লাগিয়ে দেওয়া হল রাজনীতির রঙ।তৃনমূলের স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্রী অসীমা পাত্রের অভিযোগ সিপিএম এর লোকজন এখন বিজেপি হয়ে তৃনমূল কর্মিদের মারধর করছে।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে।

স্থানীয় সুত্রে খবর বুধবার রাত ১০ টা নাগাদ তালবোনা গ্রামের ময়রার নদি পাড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল ছয় জন যুবক।অভিযোগ আচমকাই লাঠি রড নিয়ে তাদের উপর হামলা করে কয়েকজন দুষ্কৃতি।সুরেশ মুদি নামে এক তৃনমূল সমর্থককে মারধর করে পেটে রড ঢুকিয়ে দেয়।মারধর করা হয় মেঘনাদ আহিরী নামে আরো একজনকে।দুজনকেই ধনিয়াখালী গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে সুরেশ মুদিকে এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।ঘটনায় ছয় জন গ্রেফতার করেছে ধনিয়াখালী থানার পুলিশ।প্রতিবেশি মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই ঘটনা বলে দাবী গ্রামবাসীদের।ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই বিজেপি চারিদিকে অশান্তি করছে বলে অভিযোগ তৃনমূলের।

ন্যদিকে গুরাপের মাঝের পাড়াতেও সাজাহান মল্লিক নামে এক তৃনমূল সমর্থককে মারধোরের ঘটনা ঘটে।অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবী প্রতিবেশি মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে এই ঘটনা,এর আগেও ওই যুবককে মারধোর করেছিল গ্রামবাসীরা,এর মধ্যে রাজনীতি নেই।

নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে ধন্যবাদ : অর্জুন রাম মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে রাজস্থানের বিকানেরের সাংসদ অর্জুনরাম মেঘওয়াল নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিকানেরের মানুষদেরও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই ভারতের উন্নয়নশীল দেশের ট্যাগ সরিয়ে উন্নত দেশ তৈরি করতে।

অন্যদিকে, নিরঞ্জন জ্যোতি বলেন, আমি পার্টির প্রেসিডেন্ট-এর কাছ থেকে একটি ফোন পাই। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর দলে আমাকে স্থান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী উ শপথগ্রহণ করার প্রাক্কালে বিকেল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোককল্যাণ মার্গে ভাবি মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী উ বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান, মুক্তার আব্বাস নকভি, ডিভি সদানন্দ গৌড়া, গিরিরাজ সিং, নীতীন গড়কড়ি, সন্তোষ গ্যাংওয়ার, জিতেন্দ্র সিং, নিত্যানন্দ রাই, অর্জুনরাম মেঘওয়াল, বিজেপি নেতা নিরঞ্জনজ্যোতি প্রমুখ।

ঋতুপর্ণ ঘোষের মৃতুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মিমির

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : আজ ঋতুপর্ণ ঘোষের ষষ্ঠ মৃতুবার্ষিকীতে ট্যুইটারে শ্রদ্ধা জানালেন মিমি চক্রবর্তী ।ট্যুইট করে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'তোমার শূন্যতা কখনই পূর্ণ হবে না ।

২০১৩ সালের ৩০ মে টেলিজগত হারায় সিনেমা জগতের অন্যতম পথিকৃত অভিনেতা তথা পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে উ আর এই ঋতুপর্ণ ঘোষের হাত ধরেই অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন অভিনেত্রী তথা নয়া সাংসদ মিমি চক্রবর্তী উ ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে সিনেমা জগত থেকে রাজনীতিতে পা দিয়েছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি । যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন মিমি । তবে, এসবের মাঝে তিনি ভুলে যাননি তাঁর টেলিজগতে পরিচিতির প্রথম দিন গুলোর কথা উ পরিচালক ঋতুপর্ণ-র টেলিভিশন ধারাবাহিক 'গানের ওপারে'তেই প্রথম পা রাখা টেলিজগতেউ বেশ প্রশংসিতও হয়েছিল মিমির অভিনয় । আজ তাঁর প্রয়াণ দিবসে ঋতুপর্ণ ঘোষকে শ্রদ্ধা জানালেন মিমি চক্রবর্তী ।ট্যুইট করে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'তোমার শূন্যতা কখনই পূর্ণ হবে না । আমরা মিস করি ! ভালো থেকো ঋতুদা' ।

রাজস্থান-সহ বিরোধীদের সরকারে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে বিজেপি, দাবি গেহলটের

জয়পুর, ৩০ মে (হি.স.): রাজস্থানে কংগ্রেস সরকারের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। এদিন অশোক গেহলট টুইটারে লেখেন, "সদ্য নির্বাচিত বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণের প্রাক্কালেও, তাঁরা যে সকল রাজ্যে বিরোধীদের সরকারে রয়েছে। সেই সব রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশে প্রশাসনের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করে ফেলে দিতে চাইছে বিজেপি।"

উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই রাজস্থান সরকারের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, কংগ্রেসের ২০ থেকে ২৫ বিধায়ক রাজ্য সরকারের কাজে অখুশি। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে বিজেপি। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও একাধিক বিধায়ক তৃণমূল ছেড়ে দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন অশোক গেহলট।

শপথ নিয়ে প্রবীণ নাগরিকদের পেনশন জন্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহনের

অমরাবতী, ৩০ মে (হি.স.) : রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য মাসিক ৩০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি।

বৃহস্পতিবার ছিল জগনমোহনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার ইন্দিরা গান্ধী মিউসিপালিটি স্টেডিয়ামে রাজ্যপাল ই এস এল নরসিমহান মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য শপথবাক্য পাঠ করান জগনমোহমন রেড্ডি। এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন। শপথ নেওয়ার পরই রাজ্যের প্রবীণ নাগকিরদের জন্য পেনশন প্রকল্প ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি।

এই বিষয়ে জগনমোহন রেড্ডি বলেন, রাজ্যের প্রত্যেক প্রবীণ নাগরিকদের ন্যূনতম মাসিক ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার নিয়ে এই ফাইলটিতে প্রথমে আমি সই করি। প্রথমে ২২৫০টাকা করে প্রতি মাসে প্রবীণ নাগরিকদের দেওয়া হবে। আগামী তিন বছরে তা বাড়িয়ে করা হবে ৩০০০ টাকা। দুর্নীতিমুক্ত সরকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী দফতরে গড়ে তোলা হবে একটি কল সেন্টার। সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী দফতরকে বলে জানিয়েছেন জগনমোহন রেড্ডি। তিনি আরও বলেন, আগামী গান্ধী জয়ন্তীর মধ্যে ১.৬ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে। বিদ্যুতের শুল্ক কমিয়ে আনা হবে। গ্রামবাসীদের জন্য ৭২ ঘন্টার মধ্যে সচিবালয় গড়ে তোলা হবে।

এক মাস টিভি চ্যানেলের কোনওরকম বিতর্কে অংশগ্রহণ নয় : সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): আগামী এক মাস কোনও টেলিভিশন চ্যানেলের বিতর্ক অনুষ্ঠানে দলের কোনও প্রতিনিধি অথবা মুখপাত্রকে পাঠাবে না কংগ্রেসউ বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরেজওয়ালা মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেনউ বৃহস্পতিবার সকাল ৮.০৪ মিনিট নাগাদ রণদীপ সুরেজওয়ালা টুইট করে লিখেছেন, 'আগামী এক মাসের জন্য টেলিভিশন চ্যানেলের বিতর্কে কংগ্রেসের কোনও মুখপাত্রকে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি ইন্ডিয়া)উ সমস্ত মিডিয়া চ্যানেল/সম্পাদকের কাছে অনুরোধ তাঁদের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধিকে যেন আমন্ত্রণ না জানান।'

আচমকা কেন এমন সিদ্ধান্ত? রাজনৈতিক মহলে চলছে বহু জল্পনাউ সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে জাতীয় কংগ্রেসউ বিজেপি যেখানে একাই ৩০৩টি সংসদীয় আসনে জয়লাভ করেছে, সেখানে কংগ্রেস সাকুল্যে মাত্র ৫২টি আসনে জয়লাভ করেছেউ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের এই পরাজয় হয়তো এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কারণ হতে পারে।

মাদাম তুসোয় বিরাট

লন্ডন, ৩০ মে (হি.স.): বিশ্বকাপের আবহে বাড়তি মাত্রা। লবিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে লর্ডসে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির মোমের মূর্তি উন্মোচিত হল। ১৫ জুলাই পর্যন্ত লন্ডনের বিশ্ববিখ্যাত মাদাম তুসোয় থাকবে বিরাটের এই মূর্তি।

এমনিতে বিশ্বকাপের আয়োজনে গোটা ইংল্যান্ড সেজেছে ক্রিকেটীয় পরিমণ্ডলে। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বিরাট কোহলি। টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হিসাবে বিশ্বের সেরা তারকা সশরীরে উপস্থিত তো থাকবেনই, সঙ্গে থাকছে কোহলির মোম-মূর্তি। বিশ্বকাপ চলাকালীন লন্ডনের মাদাম তুসোঁ নিউজিয়ামে শোভা পাবে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির মোমের তৈরি মূর্তি, যা ১৫ জুলাই পর্যন্ত রাখা থাকবে মাদাম তুসোয় শচিন তেন্ডুলকর, উসেইন বোল্ট, মো ফারাদের মূর্তির পাশে। লন্ডনের মাদাম তুসোঁ মিউজিয়ামের জেনারেল ম্যানেজার স্টিভ ডেভিস বিরাটের মূর্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'সামনের সপ্তাহগুলিতে ক্রিকেট জ্বর কাবু করতে চলেছে গোটা দেশকে। বিরাট কোহলির নতুন মূর্তি উন্মোচনের এর থেকে ভালো সময় আর

ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি হওয়াটা মমতা ও নাইডুর কাছে কষ্টকর, দাবি রামদাসের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং টিডিপি সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডুর নিন্দায় মুখর হলেন রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট তথা রাজ্যসভার সাংসদ রামদাস আঠওয়ালে। নির্বাচনের পর নরেন্দ্র মোদীর মুখোমুখি হওয়াটা এই দুই জনের কাছে খুবই কষ্টকর হবে বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন তিনি। এদিন রামদাস আঠওয়ালে বলেন, নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন মমতা এবং চন্দ্রবাবু নাইডু মৌখিক ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন। এমনকি মমতা তাঁকে এবং অমিত শাহকে গুণ্ডা বলেছিলেন। ফলে নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পরে প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি হওয়াটা এই দু'জনের কাছে খুবই কষ্টকর হবে। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যাবেন না। একই সিদ্ধান্ত নেন এন চন্দ্রবাবু নাইডুও। সেই প্রেক্ষিতে রামদাস এমন দাবি করেছেন। অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে রাহুল গান্ধীর ইস্তফা দেওয়ার বিষয়ে বলতে গিয়ে রামদাস আঠওয়ালে বলেন, বিষয়টি একেবারেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয়। যদিও কংগ্রেস সভাপতি পদে আমরা রাহুল গান্ধীকে দেখতে চাই। নরেন্দ্র মোদী সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য কাজ করে যাবেন বলে দাবি করে রামদাস আঠওয়ালে বলেন, "নরেন্দ্র মোদী সবার জন্য সমান ভাবে কাজ করে যাবেন। ২০১৪ সালের নির্বাচন যদি শুধুমাত্র মোদীর নামে হয়, তবে ২০১৯ সালের নির্বাচন কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল। গরিব, দলিত, সংখ্যালঘুদের জন্য যে প্রকল্পগুলি আনা হয়েছিল তার থেকে উপকৃত হয়েছে জনগণ। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি পরিবর্তন হয়েছে।

অন্ধ্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি, হার্দিক অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও বিজওয়াড়া, ৩০ মে (হি.স.): নতুন ইনিংস শুরু হল ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির প্রধান জগনমোহন রেড্ডিরউ এন চন্দ্রবাবু নাইডু শাসনের অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন জগনমোহন রেড্ডিউ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কিছুদিন আগেই দিল্লিতে এসেছিলেন রেড্ডিউ ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবাবই দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদীউ তাই রেড্ডির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন মোদীউ কিন্তু, শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি প্রধানমন্ত্রীউ

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জগনমোহন রেড্ডির শপথগ্রহণের পরই তাঁকে টুইটার মারফত শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের জন্য অভিনন্দন জগনমোহন রেড্ডিউ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি আমিউ অন্ধ্রপ্রদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করবউ' প্রসঙ্গত, অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার ১৭৫টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসনে জয়লাভ করেছে জগনমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টিউ নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টির ঝুলিতে মাত্র ২৩টি

আসনউ নাইডুর হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে নিজের রাজ্যের শাসনভারইউ অবশেষে বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন জগনমোহন রেড্ডিউ এই নিয়ে দ্বিতীয় বার অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্সিতে বসলেন জগনমোহন রেড্ডিউ এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের পরই অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা, এই দুই তেলুগু রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন জগনমোহন রেড্ডিউ জগনমোহন রেড্ডির কথায়, 'পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার উন্নয়ন প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া ও বিদর্ভা এলাকায় আগামী তিনদিন তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি

নয়া দিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া ও বিদর্ভা এলাকায় আগামী তিনদিনের জন্য তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিকাল ডিপার্টমেন্ট বা ভারতের আবহাওয়া দফতর সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। এই দুটি এলাকায় তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রির ওপরে উঠতে পারে বলেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গরমে তীব্র দাবদাহের কারণে ওই এলাকার মানুষদের সর্তক করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর থেকে দুপুরে বাড়ির বাইরে বেড়োতে নিষেধ করা হয়েছে।

শুধু মারাঠাওয়াড়া ও বিদর্ভা এলাকায় তাপমাত্রার পারদ বেড়েছে তাই নয় অন্যদিকে পঞ্জাবের অমৃতসরেও প্রচন্ড গরমে নাজেহাল মানুষ। ওখানে তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়েছে ৪৩ ডিগ্রিতে। এছাড়াও উত্তর প্রদেশের লখনউতেও তীব্র দাবদাহে নাভিশ্বাস উঠছে ওখানকার মানুষের। ওখানে তাপমাত্রার পারদ পৌঁছেছে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

নরেন্দ্র মোদীর শপদগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অভিনেতা অনুপম খের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য শপদ নেবেন।আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ শপদগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বি-টাউন সেলিব্রিটিরা উপস্থিত থাকবেন। তাদের মধ্যে থাকবেন অভিনেতা অনুপম খেরও।

এই প্রসঙ্গে অভিনেতা অনুপম খের বলেন, এই রকম একটা ঐতিহাসিক ঘটনায় আমন্ত্রণ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আরও বলেন, জনগণ তাদের রায় দিয়ে এই সরকারকে নির্বাচন করেছে। কিরণ পার্লামেন্টের সদস্য। মোদী জিও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অভিনেতা বলেন, আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি কারণ আমি এই ঐতিহাসিক মূহুর্তের সাক্ষী থাকতে পারছি।

অভিনেতা অনুপম খের-র স্ত্রী কিরণ খের চন্ডীগড়ের সাংসদ ছিলেন। তিনি লোকসভা নির্বাচনে ৪৬ হাজার ৯৭০ ভোটে জয়লাভ করেন।

এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন" অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার"-র অভিনেতা বিবেক ওবেরয়, বোমান ইরানি, বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী, কাঙ্গানা রানাওয়াত, রাকেশ ওম প্রকাশ মেহেরা প্রমুখ।

মেক্সিকোতে পর্যটকবোঝাই বাস ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত্যু ২১ জনের

মেক্সিকো সিটি, ৩০ মে (হি.স.): মেক্সিকোর বন্দর শহর ভেরাক্রুজের পার্বত্য রাস্তায় পর্যটকবোঝাই বাস এবং সেমি-ট্রেলারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ২১ জনউ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন ৩০ জনউ স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার ভেরাক্রুজের পাহাড়ি রাস্তায় পর্যটকবোঝাই বাস ও সেমি-ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়উ জোরালো সংঘর্ষের জেরে বাসটি উল্টে যায় এবং আগুন ধরে যায়উ দুর্ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে, এছাড়াও গুরুতর আহত অবস্থায় অন্ততপক্ষে ৩০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ

সিভিল ডিফেন্স ডিরেক্টর রবার্ট হেরনানডেজ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২০ জনেরউ পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ২২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতা চলাকালীন আরও একজনের মৃত্যু হয়উ বাকি ২১ জন হাসপাতালে চিকিতাধীনউ কী কারণে দুর্ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ সহ অন্যানরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবে যেসব খাবার

এক বার ডায়াবেটিসের শিকার হলে তা নাকি কখনও সারানো যায় না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, খাবার তালিকায় যদি আপনি কিছু খাবার রাখেন তবে আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

টমেটো

টমেটোতে রয়েছে ভরপুর ভিটামিন সি, ভিটামিন এ এবং লাইকোপেন। ডায়াবেটিসের কারণে হার্টের অসুখ রোধ করে এই উপাদানগুলি। তাছাড়া লো কার্ব ও ক্যালোরি কম থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। ফলে প্রতি দিনের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন টমেটো।

বিট

শুধুমাত্র শীতকালেই নয়, সবজির বাজারে হাত বাড়ালেই পাবেন বিট । বিটে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার থাকায় তা ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া এতে রয়েছে ন্যাচারাল সুগার যা অতি দ্রুত গ্লুকোজে পরিণত হয় না।

কুমড়া বীজ

অনেকেই কুমড়া থেকে তার বীজ ফেলে দেন। একে অতটা হেলাফেলা করবেন না। ফ্যাটি অ্যান্ড সুগারি ফুড খাওয়ার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্র করে কুমড়া বীজ। এতে আইরন এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটরয়েছে, যা পেট ভরা রাখে।আখরোট চিনে বাদাম ডায়াবেটিস হলে ডায়েটে অবশ্যই রাখুন আখরোট, চিনেবাদাম বা আমন্ডের মতো মিক্সড নাটস। এতে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা রক্তে শর্করারমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া এতে রয়েছে এসেনশিয়াল অয়েল বা ডায়াবেটিস ইনফ্ল্যামেশন, ব্লাড সুগার এবং ব্যাড কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। সারাদিনের কাজের ফাঁকে স্ন্যাক্স হিসাবে অবশ্যই রাখুন মিক্সড নাট।

জাম

ডায়াবেটিস জন্য আদর্শ সুপারফুড হল জাম। নিয়মিত জাম খেলে হজম শক্তির পাশাপাশি ইনসুলিনের অ্যাক্টিভিটিও বাড়িয়ে দেয়। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, জামের বীজ গুঁড়ো উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতেও সাহায্য করে।

হলুদ

আয়ুর্বেদের মতে, হলুদ হল ডায়াবেটিসের জন্য একেবারে সঠিক সুপারফুড । কীভাবে খাবেন হলুদ? প্রতি রাতে এক গ্লাস গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খান। ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে তো বটেই, দেহে ইনসুলিনের মাত্রার ভারসাম্যও বজায় থাকে।

রাতে ঘুম পাড়াবে যেসব গাছ

গাছ ঘরের শোভাবর্ধন করে। তাই গাছ দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করে অনেকে। তবে গাছ শুধু ঘরের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, শোয়ার ঘরে কিছু গাছ রেখে দিলে এটি আপনাকে অক্সিজেন ছাড়াও প্রশান্তি ও ইতিবাচক শক্তি পেতে সাহায্য করবে। এছাড়া এ গাছগুলো আপনাকে রাতে ঘুম ধরাতেও সাহায্য করবে।

সংবাদ মাধ্যমটি জানায়, এমন কিছু গাছ আছে যা আপনার শয়নকক্ষে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আ বার আপনাকে রাতে ভাল ঘুমাতেও সাহায্য করবে।

ল্যাভেন্ডার

ল্যাভেন্ডারের সুগন্ধ চায় না কে? এ গাছ শয়নকক্ষে রাখলে আপনার অতিরিক্ত মানসিক চাপ কমাবে এবং একটি প্রশান্তির ঘুম পেতেও সাহায্য করবে। এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ উদ্ভিদটি গর্ভবতী মায়ের স্ট্রেস লেভেল কমাতে সাহায্য করবে।

জুঁই ফুল

জুঁই ফুল শয়নকক্ষে রাখলে,এটি আপনার শরীরের উপর একটি শীতল প্রভাব ফেলে। এ উদ্ভিদটি আপনার ব্যক্তিগত উদ্বেগ মাত্রা কমাতে এবং অনেক ইতিবাচক শক্তি পেতেও সাহায্য করবে।

অ্যালোভেরা

ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা শুধু ত্বকের হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না। এই উদ্ভিদটি আপনার ভাল ঘুম হতেও সাহায্য করবে। এ উদ্ভিদটি থেকে রাতে অক্সিজেন নির্গত হয়। ফলে আপনি পেতে পারেন একটি প্রশান্তির ঘুম। আর ঘৃতকুমারী উদ্ভিদটি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং এটি পরিচর্যা করাও খুব সহজ কাজ।

সর্প উদ্ভিদ

নাসার মতে, শয়নকক্ষে সর্প উদ্ভিদ সবচেয়ে ভাল বায়ু ফিল্টারিং এর কাজ করে। এ উদ্ভিদটি গৃহসজ্জার কাজ ছাড়াও রাতে শয়নকক্ষে অক্সিজেন নির্গত হতে সাহায্য করে। এছাড়া ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বায়ু পরিষ্কার করার জন্য স্পাইডার প্ল্যান্টটি খুবই কার্যকরী। রাতে একটি প্রশান্তির ঘুম পেতে এ উদ্ভিদটিও আপনার শোবার ঘরে রাখতে পারেন।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া নয়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্ত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো।

২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।' আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম।

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।

বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই। আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে এককার। মনের মধ্যে বল পাই না।

সমস্যা ১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে। ২. নার্ভাসনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে। কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে

জন্মের আগেই মায়ের কষ্ট বুঝতে পারে শিশু !

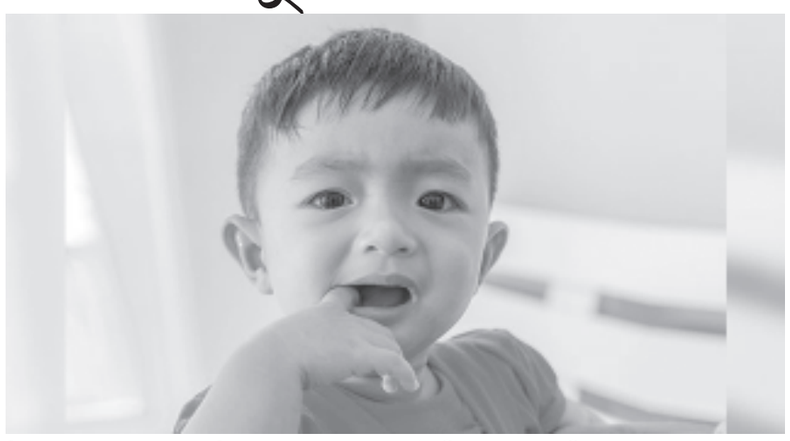

শিশু জন্মের পরে অনেক কিছু করে থাকে। জন্মের পর শিশু যা করে তা সবই আমাদের কাছে নতুন মনে হয়। জেনে রাখা ভালো, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অনেক কিছু করে যা আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও নতুন নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের গঠন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু কিছু ইচ্ছাধীন কাজও আপনার শিশু করে ফেলে জন্মের আগেই। আসুন জেনে নেই শিশু জন্মের আগেই যেসব কাজ করে।

রাগ, দুঃখ, কষ্ট

কেমন আছে মা? রাগ, দুঃখ ও কষ্ট বুঝতে পারে শিশু। মায়ের গর্ভে ৮ মাস পরই গর্ভস্থ শিশুর মুখে ফুটে উঠতে থাকে নানা আবেগের ভঙ্গি। মূলত, মায়ের ভালো থাকা খারাপ থাকার ওপর তা অনেকটাই নির্ভরকরে। মা খুশি হলে শিশুও খুশি! ৩৩ সপ্তাহ কাটলে তা হাসি মুখেণ ছবিও ধরা পড়ে আলট্রাসাউন্ডে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে কিংবা বাড়িতে কোনো কারণে মানসিক চাপে আছেন? আপনার শিশু কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যায়। গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন চাপমুক্ত থাকতে।

কান্নার মৃদু তরঙ্গ

গর্ভে থাকাকালীন কোনো কারণে রেগে গেলে বা কষ্ট পেলে কেঁদে ওঠে সে। তবে তখনও শব্দ করতে পারে না বলে , সেকান্নার প্রকাশ হয় নিঃশব্দে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, তিন মাস পর থেকেই আলট্রাসাউন্ডের মাইক্রোফোনে অনেক সময়ই তদ্ধার কান্নার মৃদু তরঙ্গ ধরা পড়ে।

মস্কিষ্কের কাজ

গর্ভস্থ অবস্থায় সুর করে বা জোরে কোনো ছড়া গল্প বললে কিংবা গান গাইলে তা শুনতে তো পায়ই শিশু, শুধু তা ই নয়, তার মস্তিষ্কের কাজওচলে পুরোদমে। হ্যাঁ, গর্ভে থাকাকালীনই সে মনে রাখতে শিখে যায় বারবার শোনা কোনো গান বা ছড়ার লাইন।

আঙুল চোষা

আট মাস গর্ভভারনের পর আলট্রাসাউন্ডে প্রায়ই ধরা পড়ে শিশু মুখের মধ্যে আঙুল পুরে নিশ্চিন্তে রয়েছে। আঙুল চোষার এই পাঠ সে শিখে ফেলে গর্ভে থাকাকালীনই। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হাতের আঙুল নিয়ে যে কী করবে তা সে মাঝে মাঝেই বুঝে উঠতে পারে না, তাই সটান চালান করে দেয় মুখে!

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।

শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ট উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে।

তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু'বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

বয়স্ক পুরুষদের কেন স্বামী হিসেবে পছন্দ করে নারীরা?

প্রেমিকের বয়স যাই হোক না কেন? তা নিয়ে খুব একটা ভাবনার বিষয় নয় নারীদের। তবে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীরা অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেন। কারণ বেশিরভাগ নারীরা বিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় বিয়ে কোনোটাই পছন্দ করেন না।

তাই বিয়ের ক্ষেত্রে বহু স্বামীর বয়স, আয়, পরিবার, আত্মীয় স্বজনসহ বিভিন্ন বিষয় যাচাই করে বিয়ে করেন নারীরা। এছাড়া বয়স্ক পুরুষের ম্যানার্স বহু কমবয়সী নারীকে আকর্ষণ করে। রাশভারি ব্যক্তিত্বও অনেকের পছন্দ।

পুরুষের প্রতি নারীদের আকর্ষণ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই নিজের পছন্দকে সবাই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বয়স বা জাত ধর্ম কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

আসুন জেনে নেই, যেসব কারণে নারীরা বয়স্ক পুরুষদের বিয়ে করতে চান।

আয় ও ভবিষ্যৎ

বয়স্ক পুরুষ মানেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাদের আয় ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। এছাড়া বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট ম্যাচিওরিটি থাকে, আকর্ষণের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এজন্য নারী একটু বেশি পুরুষদের স্বামী হিসেবে পছন্দ করেন।

স্বামী হিসেবে ভালো

বয়স পুরুষেরা বিয়ে করে মূলত সংসার ও সন্তানের মুখ দেখার জন্য। অভিজ্ঞতার আলোকে বয়স্ক পুরুষের স্বামী হিসেবে ভালো। বয়স্কদের প্রেম একেবারে অন্যরকম ,অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। ফলে সংসার টিকে থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদ

বয়স্ক পুরুষের বোঝাপড়া অনেক গভীর। তার কাছে শরীরের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় মন।

পুত্র না কন্যা সন্তান চাই? নির্ধারণ করবে দম্পতি নিজেই!

ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিপতি সৃস্টিকর্তা। পৃথিবীর শেষ সময়ে এসেও মানুষ স্রষ্টার এ ইচ্ছাতে নিজের কোনোরকম মতামতও দিতে পারেনি।

তবে গর্ভস্থ সন্তান ছেএল কি মেয়ে তা আল্টাসোনিক শব্দ তরঙ্গে মাধ্যমে জেনে নিতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু যদি মা বাবা নিজেরাই নির্ধাণ করে নেন যে তাদের পুত্র না কন্যা সন্তান চাই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? তেমনটাইদাবি করছেন একদল ব্রিটিশ গবেষক। একেবারে নিশ্চিত হবার তেমন কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পারলেও ব্রিটিশ গবেষকগণ একটি প্রাকৃতিক কৌশল বাতলে দিয়েছেন তাদের প্রতিবেদনে।

ভ্রুন বিজ্ঞান বলে, এক্স ক্রোমোোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারাডিম্ব নিষিক্ত হবার কারণে সন্তান মেয়ে হয় আর ওয়াই ক্রোমোজোর কারণে ডিম্প নিষিক্ত হলে সন্তান ছেলে হয়। প্রতিবেদনটি মূলত এই বিষয়টাকেই সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী শারীরিক মিলনের সময়ের ওপরে নির্ভর করেছে।'

বিজ্ঞানীরা

বলেন, মৃতদেহে ওভিউলেশন বা ডিম্পপাত প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে ও পিতৃদেহের স্পার্ম বা শুক্রাণু কীভাবে একে প্রভাবিত করে সেটাই ঠিক করে দিবে আগত সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে হবে।

সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের গবেষণালম ফলাফল হচ্ছে প্রতি মসে পাঁচ দিনের একটি সময়সীমায় মাতৃ দেহের ডিম্বাপাত ঘটে। এ ডিম্বপাতের তিন দিন আগে থেকে শুরু করে একদিন পর পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে। এভাবে জেনে নেয়া যেতে পারে নারীর গর্ভধারণের সম্ভাব্য সময়। এবার প্রয়োজন শুধু এ সময়ের মাতৃ দেহের এক্স ক্রোমোজোমটি পুরুষ দেহের ইয়াই দ্বারা নিষিদ্ধ হবে নাকি এক্স ক্রোমোজোম দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করা।

বিজ্ঞান বলে, ইয়াই শুক্রাণু তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট , কিন্তু বেশ দ্রুতগামী। তারা খুব বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। এদিকে এক্স শুক্রাণু বেশ বড় এবং ধীরগতির , কিন্তু তারা ওয়াই এর তুলনায় দীর্ঘজীবি। এবার সন্তান হিসেবে ছেলে চাইলে ওয়াই যাতে খুব দ্রুত ডিম্বের কাছাকাছি যেতে পারে এর জন্য মাতৃ দেহের যেদিন ডিম্বপাত হচ্ছে সেদিনেই মিলিত হওয়াটা জরুরি। না হলে শুক্রানুটি আর তেমন কার্যকরী থাকবে না।

আবার দম্পত্তি যদি কন্যা সন্তান চান তবে ডিম্বপাতের দুই থেকে তিন দিন আগে মিলিত হতে হবে। এতেডিম্বপাত হবার আগেই সব ওয়াই শুক্রাণু মারা যাবে, ফলে সন্তান ছেলে হবার সম্ভাবনা কমে যাবে অনেকটাই।

বেঁচে থাকবে শুধু মাত্র এক্স শুক্রাণুগুলি। ফলে কন্যা সন্তান হবার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে। তবে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা শুধুই একটা চালাকি মাত্র। এটা কোনো আবিষ্কার নয়। তারা আরও বলেন, প্রতিবেদনটি কোনোভাবেই ইচ্ছাধীনভাবে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্যে নয়। এটি একটি গবেষণালব্ধ তত্ব।

এই রকম ব্যথাকে ভুলেও অবহেলা করবে না!

আমাদের শরীরের নানা জায়গায় মাঝে মধ্যেই টুকটাক ব্যথা হয়। কখনও কম, কখনও বেশি এ সম ব্যথাকে আমরা অধিকাংশ সময়েই তেমন একটা গুরুত্ব দিতে চাই না। অথচ এ সব ব্যথাই হতে পারে অনেক বড় কোনও সমস্যার পাথমিক লক্ষণ যা ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়তে পারে! তাই এ সব ব্যথাকে মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। তাইজেনে নেয়া উচিত, কোন কোন ধরনের ব্যথাকে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। জেনে নিন তেমন কিছু শারীরিক ব্যথা সম্পর্কে যেগুলো অবহেলা করা একেবারেই উচিত নয়।

আপনার দাঁত ব্যথার মাত্রা যদি এতোটাই

বৃদ্ধি পায় যে, মাঝ রাতে গভীর ঘুমেও দাঁত ব্যথার কারণে ভেঙে যায়, তাহলে আপনা দ্রুত দাঁতের ডাক্তার দেখনো উচিত। দাঁতের ছিদ্রেরমাধ্যমে ইনপেকশন মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে এই ধরনের দাঁত ব্যথা হতে পারে আপনার।

হঠাৎ করে যদি মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মাথার ব্যথায় দৃষ্টিশক্তি ঘোলাতে হতে শুরুকরে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করা একেবারেই উচিত হবে না। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, কোন আঘাত, টিউমার ইত্যাদির কারণে মাথায় এ ধরনের অস্বাভাবিক ব্যথা হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

যেভাবে চালু করবেন জিহেলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ' বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কযা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস' অপশনে যেতে হবে। 'সেটিংসে' গিয়ে 'জেনারেল সেকশনে' যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে' যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' গিয়ে এটা 'এনোবল' করতে হবে। 'এনোবল' করার পর সবশেষে গিয়ে 'সেভ চেঞ্জেস' প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাজ্যের সিপিএম কমিটির পক্ষ থেকে তপন চক্রবর্তী সহ অন্যানরা। ছবি- নিজস্ব।

নিম-দেবদারুর পাশাপাশি শহরে বসবে বাষ্পীয় ফোয়ারা

কলকাতা, ৩০ মে(হি.স.): জয়পুর-যোধপুরের ধাঁচে কলকাতার পার্ক ও রাস্তার পাশে কার্যত নিমের বাগান তৈরি করবে পুরসভাউ শহর কলকাতার বুকে দূষণের যাতে আর মাত্রাছাড়া পর্যায়ে না পৌঁছয় সেই জন্য নিম ও কাঁদুনে দেবদারু (উইপিং উইলো) গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুরসভাউ জুনের প্রথম দিকেই বাংলায় ঢুকবে বর্ষাউ তখনই গাছগুলি লাগাতে শুরু করবে পুরভবনউ আপাতত ১ লক্ষ দেবদারু ও ৫০ হাজার নিমগাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেউ

এই বিষয়ে মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, "হায়দরাবাদ, কোচি, পুণেতে নিমগাছ বসানোয় বাতাসে দূষণের মাত্রা অনেকাংশে কমেছেউ তাই সেই পদ্ধতি অনুকরণ করে কলকাতাতেও নিম গাছ লাগানো হবেউ এরফলে বাতাসে প্রচুর পরিমানে অক্সিজেন পাওয়া যাবেউ" বড় গাছ রাস্তায় ঝড়ে ভেঙে পড়লে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। তাই, এবার কাঁদুনে দেবদারু (উইপিং উইলো) লাগানো হবে বলেও জানান মেয়রউ

মেয়র জানান, বনদফতরের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরকেও এই গাছ লাগানোর কর্মসূচিতে অংশ নিতে বলা হবে। বড় রাস্তার মাঝে যেসমস্ত ডিভাইডার আছে সেগুলিতে এতদিন গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ লাগানো হচ্ছিল, এখন থেকে তার বদলে সেখানেও বেশি পাতা হয় এমন গাছ বসানো হবে। ইএম বাইপাসে রুবি হাসপাতাল থেকে পাটুলি পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে সবুজায়ন করেছে পুরসভাউ তেমনই আবার শহরের বিভিন্ন রাস্তায় গাছ লাগানো হবে।

মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, অরণ্য সপ্তাহে শহরজুড়ে বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। এবছর মেয়রের নির্দেশে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে কলকাতার দূষণ প্রতিরোধে দেবদারু ও নিম গাছ লাগানো হবে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জলাশয় বাতাসে ভাসমান দূষণের কারণ কার্বন কণা-সহ সমস্ত দূষিত গ্যাস ও বায়বীয় রাসায়নিক সামগ্রী শুষে নিত। কিন্তু সেই জলাশয় না থাকায় প্রাকৃতিক নিয়মে বাতাস বিশুদ্ধকরণের যে চক্র কাজ করত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই পূর্ব কলকাতার এই জলাশয়গুলি রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি ভরাট রুখতে রাজ্য সরকার সম্প্রতি খুবই কড়া আইন চালু করেছে। যাদবপুর ও ধাপা এলাকায় ভরাট বন্ধে নজরদারি শুরু করেছে পুরসভাও। কিন্তু সেখানেও এবার প্রচুর সংখ্যায় গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিচ্ছে পুরসভা। তাই জলাশয়ের ঘাটতি পূরণে পার্কে বেশি সংখ্যায় বাষ্পীয় ফোয়ারা এবং লম্বা দেওয়ালজুড়ে জলের ধারাপ্রবাহ তৈরি করা হবে। কলকাতার রাস্তায় সৌন্দর্যায়নের কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে।

অন্যদিকে, শহরের বাতাসের দূষণ কমাতে মহানগরের বিভিন্ন পার্ক ও রাস্তার সংযোগস্থলে বাষ্পীয় ফোয়ারা বসানো হবে। তৈরি করা হবে বিশেষ ধরনের জলের ধারাপ্রবাহ। কারণ, জলের এই প্রবাহ অনেক বেশি মাত্রায় বায়ুমণ্ডলের দূষণকে টেনে নেয়। বিশুদ্ধ হবে মহানগরের পরিবেশ। এতে শহরে দূষণ নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি অক্সিজেনের পরিমাণও বাড়বে।

হাইকোর্টে আপাতত ১৪ দিনের স্বস্তি পেলেন রাজীব কুমার

কলকাতা,৩০ মে (হি.স): কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়ে আপাতত ১৪ দিনের স্বস্তি পেলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। তবে শহর কলকাতা ছাড়ার অনুমতি মিলল না। সেই সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশ, তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে সিবিআইয়ের হেফাজতে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১২ ই জুনের মধ্যে এই সংক্রান্ত হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি বন্দোপাধ্যায়। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২জুন।

আজ সকালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চে রাজীব কুমারের আইনজীবী আবেদন জানান, সিবিআই গত রবিবার রাজীব কুমারকে তলব করে যে নোটিশ পাঠিয়েছে, সেই নোটিশ যেন খারিজ করা হোক। এদিন হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ রাজীব কুমারের আইনজীবীকে ওই মামলা নথিভুক্ত করার অনুমতি দেয়। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটে ৫২ তে শুরু হয় ওই মামলার শুনানি। মামলার দ্বিতীয় পর্বে অবশ্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ওই বেঞ্চে আর বসেন নি। বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে ওই মামলায় নির্দেশ দেন।

এদিন বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,আপাতত রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই। আগামী ১২ জুন কলকাতা হাইকোর্টের গ্রীষ্মাবকাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই রক্ষাকবচ বলবতথাকবে। তার পর ফের হবে এই মামলার বিস্তারিত শুনানি। এদিন রাজীব কুমারের ওপরও বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট নির্দেশে জানিয়েছে, সিবিআইয়ের কাছে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে রাজীব কুমারকে। তবে একজন তদন্তকারী আধিকারিককে আপাতত হেফাজতে নিয়ে জেরার প্রয়োজন নেই। তবে বিস্তারিত শুনানির সময় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্দেশে জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে দরকারে রোজ রাজীব কুমারকে জেরা করতে পারবেন সিবিআই আধিকারিকরা। তবে জেরা করতে হবে বাড়ি গিয়ে। একা জেরার মুখোমুখি হতে হবে রাজীব কুমারকে। জেরার সময় সঙ্গে থাকবে পারবেন না আইনজীবী বা অন্য কেউ। সিবিআইয়ের জেরার সামনে বসতে হবে রাজীব কুমারকে। এড়িয়ে যাওয়া যাওয়া চলবে না। তদন্ত চলাকালীন কলকাতার বাইরেও যেতে পারবেন না কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার।

বিচারপতি আরও বলেছেন, যোগাযোগ রাখতে হবে সিবিআইয়ের সঙ্গেও। সিবিআইয়ের অফিসাররা অফিসে গিয়ে তাঁর রোজকার উপস্থিতি পত্র রোজ নিয়ে আসবেন। রাজ্য সরকারের কোনও কাজে রাজীব বাইরে যেতে পারবে না বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন রাজীব কুমারের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র। তিনি বলেন, 'রাজীব কুমারকে ৩৯ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ইতিমধ্যেই জেরা করা হয়েছে'। তিনি সওয়াল করেন, '২০১৩ সালের সারদা মামলায় তাঁর নাম এফআইআর-এ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিটও নেই। সেই কারণেই তাঁকে আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট'। এদিন সিবিআইয়ের হয়ে সওয়াল করেন ওয়াই জে দস্তুর।

সারদাকাণ্ডে রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে নোটিশ পাঠায় সিবিআই। এর আগে গত সোমবারই সিবিআই দফতরে রাজীবকে তলব করা হয়। কিন্তু সেদিন সিজিওতে হাজিরা দেননি রাজীব কুমার। সিআইডির তরফে সিবিআইকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বারাণসীতে ৬ দিনের ছুটিতে রয়েছেন বর্তমান এডিজি সিআইডি রাজীব। সিবিআইয়ের কাছে হাজিরার জন্য বাড়তি ৭ দিন সময়ও চান এই দুঁদে আইপিএস অফিসার। রাজীবের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়েছে।

রাজীব কুমারের আইনি সুরক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজীব কুমারকে সাত দিনের আইনি সুরক্ষার সময় বেঁধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে। এরপরই বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানান কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল। কিন্তু আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঠিকভাবে জমা দেওয়া হয়নি বলেই আবেদনটি বাতিল করে দেওয়া হয়। গত ১৬ মে সারদা মামলায় রাজীব কুমারের গ্রেফতারের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ সরিয়ে নেয় সুপ্রিম কোর্ট। ফলে কলকাতার প্রাক্তন নগরপালকে গ্রেফতার করতে আর কোনও বাধা ছিল না সিবিআইয়ের। আজ আবার তাকে ১৪ দিনের রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বাংলাদেশে বৃহত্তম ঈদগাহে বাড়তি চার স্তর নিরাপত্তা

ঢাকা, ৩০ মে (হি.স.) : ঈদ এগিয়ে আসছে। ২০১৬ সালে ঈদের জামাতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনা মাথায় রেখে বাংলাদেশের বৃহত্তম ঈদের জামাতের স্থান কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহে বাড়তি চার স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের ভিতরে বিক্ষিপ্ত কিছু বোমা হামলার ঘটনায় পুলিশ সতর্ক রয়েছে এবং এই কারণেই বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শোলাকিয়া ঈদগাহে জেলা পুলিশের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই কথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাশরুকুর রহমান খালেদ। ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুল ইসলামসহ জেলা পুলিশের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সুপার জানান, শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতকে কেন্দ্র করে চার স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। আর এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ১০ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। ঈদগাহকে কেন্দ্র করে ৩২ টি চেকপোস্ট, ১৭ টি পিকেট ও রোড ডিউটি থাকবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্যে প্রত্যেক মুসল্লিকে তিনটি স্তর পার করে দেহ তল্লাশির মধ্য দিয়ে মাঠে প্রবেশ করানো হবে।

তিনি আরও বলেন, ঈদের দিন এক হাজার দুশো পুলিশ, পাঁচ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), একশ র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) সদস্য ছাড়াও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও মেটাল ডিটেক্টর, আর্চওয়ে, বোম্ব ডিসপোজাল টিম থাকবে এবং মাইন মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা ঈদগাহ সুইপিং করা হবে। পুলিশের চারটি ওয়াচ টাওয়ার ও র‍্যাবের দুটি ওয়াচ টাওয়ার থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, ভিডিও ক্যামেরা ও সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি ওপেন সার্কিট ক্যামেরা অর্থাৎ ড্রোন দিয়েও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে ঈদের দিন মুসল্লিদেরকে শুধুমাত্র জায়নামাজ নিয়ে মাঠে প্রবেশের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২০১৬ সালের ৯ জুলাই কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদ জামাতে শতাব্দীর ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় দুই পুলিশ সদস্য, এক গৃহবধূ ও এক হামলাকারী জঙ্গিসহ চারজন নিহত হয়। এই সময় জঙ্গি হামলার ঘটনায় আট পুলিশ সদস্যসহ পনেরো জন আহত হয়। পূর্বপরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ হামলাকারী জঙ্গিরা রেখি করে ঐতিহাসিক শোলাকিয়া মাঠের উত্তর দিকে একটি গলির রাস্তা দিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশের দেহ তল্লাশিতে তারা আটকা পড়ে। এই সময় তারা পুলিশের ওপর বোমা হামলা চালায় ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। হামলাকারীদের আঘাতে পুলিশের এসআই নয়ন মিয়া ও আট পুলিশ সদস্যসহ ১৫ জন আহত হয়। গুরুতর আহত পুলিশ কনস্টেবল জহিরুল ইসলাম কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ঘটনার পরপরই মারা যান এবং কনস্টেবল আনসারুল হক বিকেলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গোলাগুলির সময় শোলাকিয়া এলাকার বাসিন্দা ঝর্ণা রানী ভৌমিক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তিনি এই সময় ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে তার স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘরে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ জানালা ভেদ করে একটি গুলি তার মাথায় বিদ্ধ হলে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। সকাল সোয়া ৯টার দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশের তাড়া খেয়ে সন্ত্রাসীরা ওই এলাকার একটি ছয়ের পাতায়

ফের সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, বারামুল্লায় এনকাউন্টারে খতম এক লস্কর জঙ্গি

বারামুল্লা, ৩০ মে (হি.স.): উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লার সোপোরেতে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে এক লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছেউ দুই লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে গোপন সূত্রে এমন খবর পেয়ে বারামুল্লা জেলার সোপোরোর ডেঞ্জার পোরা গ্রামে বৃহস্পতিবার তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং রাজ্য পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপউ মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে গোটা এলাকাটি ঘিরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। শুরু হয় দুই তরফের মধ্যে তুমুল গুলির লড়াই। সংঘর্ষে এক লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষ এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা এলাকাটি ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

১০ জুন খুলছে সমস্ত সরকারি-বেসরকারি স্কুল, সিদ্ধান্তে পড়ল সিলমোহর

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : কমলা গরমের ছুটি উ ১০ জুনই খুলছে সমস্ত সরকারি-বেসরকারি স্কুল উ এমনটা আগেই জানিয়ে ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় উ বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তেই পড়ল সিলমোহর উ

চলতি মাসের ২৮ তারিখেই গরমরের ছুটি কমানো বিষয়ে বৈঠকে বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী তথা পর্ষদ সভাপতি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেই বৈঠকেই স্থির হয় সমস্ত সরকারি-বেসরকারি স্কুলেই কমবে গরমের ছুটি উ সেক্ষেত্রে ঠিক করা হয় ১০ জুন খুলবে রাজ্যের সমস্ত স্কুল উ যদিও সেদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উ

এদিন সেই সিদ্ধান্তেই পড়ল সিলমোহর উ শিক্ষক, অভিভাবক ও স্বয়ং ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছে অনুযায়ী কমানো হল গরমের ছুটি উ প্রসঙ্গত, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের উদ্বেগ ছাড়াও আবহাওয়া দফতরও তরফ থেকে মিলেছে গরমের তীব্রতা কমার ইঙ্গিত। তাই সব দিকে বিবেচনা করেই, পুরনো নিয়মে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহেই স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিল শিক্ষা দফতর।

আমন্ত্রিত হয়েও প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হতে না পারায় আফসোস বাঁকুড়ার নিহতের পরিবারের

বাঁকুড়া , ৩ মে (হি. স.) : দেরিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে আমন্ত্রণ পাওয়ায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকতে পারলেন না রানিবাঁধ এর নিহত বিজেপি কর্মী অজিত মুর্মুর পরিবার। গত পঞ্চায়েত ভোটে রাজনৈতিক হিংসায় শাসকদলের হাতে মার খেয়ে মারা যান বাঁকুড়ার রানিবাঁধ এর বিজেপি কর্মী অজিত মুর্মু।

প্রায় একটা বছর অতিক্রান্ত হতেই, বদলেছে এলাকার চিত্রটা। এলাকায় শক্তি বেড়েছে বিজেপির।লোকসভা ভোটে জয় লাভ করেছে বিজেপি বাঁকুড়া কেন্দ্রে। এই জঙ্গলমহল থেকে ঢালাও সমর্থন পেয়েছে দল। কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার বলি বিজেপি কর্মীদের পরিবারগুলিকে। আমন্ত্রণ পেয়েছেন অজিত মুর্মুর পরিবারও। তবে এই আমন্ত্রণের কথা দিল্লি থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানানো হয় অজিত মুর্মু শ্বশুরবাড়িতে। অজিত মুর্মুর স্ত্রী উর্মিলা মুর্মুর দাবি, তিনি খবর পান ২৭শে মে সন্ধ্যে নাগাদ।এই অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু ব্যবস্থা করা কঠিন।

এছাড়াও আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারলেন না নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে।দেশ জুড়ে নানা ঘটনার মাঝে ও প্রধানমন্ত্রী নিহত বিজেপি কর্মীর কথা মনে রেখে তার পরিবারকে আমন্ত্রণ জানানোয় অভিভূত।অজিত বাবুকে হারানোর যন্ত্রণার মাঝে ও এই আমন্ত্রণ তার পরিবারের সদস্যদের আনন্দ দিলেও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার দুর্লভসুযোগ হাতছাড়া হওয়ার জন্য বেশ খানিকটাই হতাশা ফুটে উঠেছে এই মুর্মু পরিবারে।

ফের "জয় শ্রীরাম" স্লোগান শুনে মেজাজ হারালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নৈহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : চন্দ্রকোনার পর নৈহাটি। ফের "জয় শ্রীরাম" স্লোগান শুনে মেজাজ হারালেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গাড়ি থেকে নেমে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গেল তাঁকে।

বৃহস্পতিবার নৈহাটিতে দলীয় 'সত্যাগ্রহ' কর্মসূচিতে দুপুর ১টা নাগাদ যাওয়ার কথা ছিল মমতার। কোনও কারণে তাঁর যেতে দেরি হয়। বিকেলের দিকে তিনি যখন ভাটপাড়ার রিলায়্যান্স জুটমিলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাস্তার ধার থেকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠে। এর পরেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েন মমতা। তেড়ে যান ওই দলটির দিকে। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের খাবে, আমাদের পরবে, আবার গন্ডগোল করবে! বেঁচে আছ আমাদের জন্য।" এর পরেই তিনি পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দেন, "সবার নাম নোট করে নিন। ঘরে ঘরে নাকা চেকিং করুন। যারা গন্ডগোল করেছে সবাইকে ধরো।"

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভাটপাড়ার ওই এলাকায় মূলত অবাঙালিদের সংখ্যাধিক্য। মমতা চিৎকার চেঁচামেচি করে তাঁর গাড়িতে উঠতেই ফের 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠে। গাড়ি থেকে আবারও নেমে আসেন তিনি, "আয় সামনে আয়। বুকের পাটা থাকলে সামনে এসে বল।" মমতার অভিযোগ, "স্লোগান দেবে দিক। সাহস কত, বিজেপির ফেট্টি বেঁধে আমাকে গালিগালাজ করছে, আমার গাড়িতে হামলা চালাচ্ছে! এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এরা আউট সাইডার। বাংলার স্থানীয় লোক নয়।"

পাশে থাকা এক সরকারি আধিকারিককে নির্দেশ দিয়ে মমতাকে বলতে শোনা যায়, "এই দিলীপ, এখানে যে ছেলেগুলো ছিল, নামগুলো নাও তো!" এরপর ফের বলতে থাকেন, "বাংলাকে গুজরাত হতে দেব না। বাংলা ইজ নট গুজরাত।" ছয়ের পাতায়

ভিঞ্চি দা'-র সিকুয়েল নিয়ে হাজির সৃজিত

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.) : পেশায় মাস্ক আর্টিস্টকে নিয়ে "ভিঞ্চিদা"-র গল্প বেঁধেছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই লন্ডন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নিয়েছে ছবিটি উপ্রেক্ষাগৃহেও ৫০ দিন পূর্ণ হয়েছে ছবিটির উ এরইমধ্যে "ভিঞ্চি দা"-র সিকুয়েলের কথা ঘোষণা করেলেন পরিচালকই নিজেই উ

"ভিঞ্চি দা ২" প্রসঙ্গে পরিচালক সৃজিত বলেন, 'আমরা নতুন ছবি করার বিষয় নিয়ে আশাবাদী। তবে এখনই হচ্ছে না। এই ছবিটা যেমন আমার রুদ্রর সম্মিলিত গল্প ছিল। এটা আমার গল্প হবে, কিন্তু অবশ্যই রুদ্রর ফিডব্যাক আমাকে নিতেই হবে। কারণ ওর সঙ্গে আলোচনা করেই ভিঞ্চি দা ওয়ান ছবিটা বানানো। এবং অবশ্যই ওতে ওর একটা বড় ভূমিকা থাকবে। আমরা সবাই মিলে জব্বলপুর চলে যেতে পারি, কারণ প্রথম ছবি হিসেবে দেখানো হয়েছিল ভিঞ্চি দা ও জয়া চলে যায় জব্বলপুর। হয়তো সেখান থেকেই এবারের গল্প শুরু হবে। ডি সি ডি ডি পোদ্দার ও ভিঞ্চি বাবু তো থাকবেনই। এছাড়া নতুন একটি চরিত্র আসতে পারে'। এইমুহূর্তে পরিচালক ব্যস্ত চিত্রনাট্য লেখার কাজে। এবারও ছবিতে সঙ্গী রুদ্রনীল ঘোষ। তবে এবার গল্প লিখবেন পরিচালক সৃজিত নিজেই।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে ভাগ্যবান রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহেরা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছেন বলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহেরা। পাশাপাশি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দিল্লি উড়ে গিয়েছেন বলিউড নায়িকা কঙ্গনা রানাওয়াবত। দিল্লিতে এসে রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহেরা বলেন, ভারত এবং দেশবাসীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন এটি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারব বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। কারও কাছে আমাদের কোনও প্রত্যাশা নেই। নিজেদের মতো করে কাজ চালিয়ে যাব। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য দিল্লিতে এসে পৌঁছিয়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। দিল্লিতে এসে কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, নিজের লক্ষ্যগুলি যাতে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছিয়ে যেতে পারেন, সেই জন্য তাঁকে সমর্থন করে যাব আমরা। তাঁর কঠোর পরিশ্রমের জন্যই তিনি জনগণের মধ্যে প্রিয়তম নেতা হিসেবে উঠে এসেছেন।

নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বহু বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন বিবেক ওবেরয়, বোমান ইরানি, অনুপম খের, কঙ্গনা রানাওয়াত, অনুপম খের।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না জেডি(ইউ)

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না জেডি(ইউ)। বৃহস্পতিবার এমনই জানালেন দলের সুপ্রিমো তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

এদিন দিল্লিতে এসে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতিশ কুমার বলেন, তারা (বিজেপি) মন্ত্রিসভায় জেডি(ইউ) একজন প্রতিনিধি চেয়েছিলেন। এই অংশগ্রহণ কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই মন্ত্রিসভা অংশগ্রহণ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভায় যোগ না দিলেও এনডিএ জোটে থাকবেন বলে জানিয়েছেন নীতিশ কুমার। গোটা বিষয়টিকে বড় ঘটনা নয় অভিহিত করে নীতিশ কুমার বলেন এনডিএ-তে আমরা থাকব এবং এক সঙ্গে কাজ করে যাব।

রাজনৈতিক মহলের মতে মন্ত্রক বন্টন নিয়ে মতানৈক্যের জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে এনডিএ সরকারের মন্ত্রিসভাতেও অংশগ্রহণ করেনি জেডি(ইউ)। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-জেডি(ইউ)-এলজেপি জোট ৪০টির মধ্যে ৩৯ আসনে জয়লাভ করে।

বৃহস্পতিবার বটতলা ফাড়ি নেশা সামগ্রী সহ দুই জনকে আটক করে। ছবি- নিজস্ব।

ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সাধারণ সভায় ক্রীড়া সূচি ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় আজ খেজুর বাগানস্থিত শহীদ ভগত সিং যুব আবাসের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খেলো ত্রিপুরা সফল করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, চলতি বছর ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে খেলো ত্রিপুরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। খেলো ত্রিপুরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০টি ইভেন্টে খেলা হবে। চলতি অর্থবছরে খেলো ত্রিপুরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৫৫ টাকা।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা শিবজ্যোতি দত্ত সভায় জানান, ত্রিপুরা সরকারের সাথে আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক, এক্সিস ব্যাঙ্ক এবং ও এন জি সি'র মত কর্পোরেট সংস্থাগুলিও অর্থ সংস্থানের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে রাজ্যের ছেলে মেয়েদের সাফল্যের জন্য। খেলো ত্রিপুরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা খেলো ইণ্ডিয়ার একটি প্রাথমিক প্রস্তুতি স্তর। এবার ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যে কোন টিম জাতীয় স্তরে পাঠানোর আগে ১০ দিনের একটি রেসিডেনসিয়াল ক্যাম্প করা হবে।

তিনি জানান, রাজ্য স্তরের খেলো ত্রিপুরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১৪ বছরের নীচে ছেলেদের সুব্রত মুখার্জী কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২১ ও ২২ জুন খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ বছরের নীচে মেয়েদের এস এম কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ৪ এবং ৫ জুলাই অমরপুরে অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ বছরের নীচে ছেলেদের এস এম কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ৪ এবং ৫ জুলাই ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হবে। ১১ বছরের নীচে ছেলেদের প্রাথমিক ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং ১১ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের প্রাথমিক এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ১৫ জুলাই সিপাহীজলা জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতা ২৭ ও ২৮ জুলাই আমবাসায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ বছর, ১৭ বছর, ১৯ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের জুডো প্রতিযোগিতা ৩ ও ৪ আগস্ট সাব্রুমে অনুষ্ঠিত হবে। ১৪, ১৭ এবং ১৯ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের যোগা (আসন) প্রতিযোগিতা ৩ ও ৪ আগস্ট ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। ১৪, ১৭ এবং ১৯ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতা ১০ আগস্ট উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে।

১৪, ১৭ এবং ১৯ বছরের নীচে ছেলে মেয়েদের জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা ১০ আগস্ট আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের খো-খো প্রতিযোগিতা হবে ২২ এবং ২৩ আগস্ট বিশালগড়ে। ১৭ এবং ২১ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের কাবাডি প্রতিযোগিতা ২২ ও ২৩ আগস্ট কুমারঘাটে অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের ভলিবল প্রতিযোগিতা ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর খোয়াই জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর কমলপুরে অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ ও ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ১৩ সেপ্টেম্বর বিলোনীয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ ও ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হবে ১৩ সেপ্টেম্বর পানিসাগরে। ১৪ ও ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের দাবা প্রতিযোগিতা হবে ১৩ সেপ্টেম্বর আগরতলায়। ১৪ বছরের নীচে ছেলেদের ফুটবল প্রতিযোগিতা ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত হবে। ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা হবে ২৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম জেলায়। ১৭ বছরের নীচে ছেলে ও মেয়েদের বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা হবে ২১ ও ২২ অক্টোবর উদয়পুরে। ১৭ বছরের নীচে ছেলেদের হকি প্রতিযোগিতা ২১ ও ২২ অক্টোবর সোনামুড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। ২১ বছরের নীচে ছেলে-মেয়েদের দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা হবে ২৫ অক্টোবর ধর্মনগরে। ১৪ বছরের নীচে মেয়েদের হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা হবে ২৫ অক্টোবর আমবাসায়।

প্রতিটি ইভেন্টে খেলো ত্রিপুরা প্রতিযোগিতায় ব্লক স্তর থেকে মহকুমা, জেলা ও রাজ্য স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনি সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মাও আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক পাইমঙ্গ মগ।

আমেঠির হার খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করল কংগ্রেস

আমেঠি, ৩০ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে গান্ধী পরিবারের গড় হিসেবে পরিচিত আমেঠিতে চূড়ান্ত পর্যদুস্ত হয়েছে কংগ্রেসের। এই কেন্দ্রে ৫৫০০০ ভোটের ব্যবধানে রাহুল গান্ধীকে হারিয়েছেন বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। পরিস্থিতি এমন পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিল যে কেরলের ওয়ানাড কেন্দ্র থেকে যদি রাহুল গান্ধী প্রার্থী না হতেন তবে এই লোকসভায় যাওয়ার দরজাও বন্ধ হয়ে যেত। আমেঠিতে হারের কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটি গড়ে আমেঠিতে পাঠালেন রাহুল গান্ধী।

এই দলে রয়েছেন এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক জুবের খান, কংগ্রেসের রায়বরেলির দায়িত্বপ্রাপ্ত কে এল শর্মা। হারের কারণ জানিয়ে বিশেষ রিপোর্ট পেশ এই কমিটিকে দিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে আমেঠি মতো গোটা দেশে কংগ্রেস চূড়ান্ত ভাবে পর্যদুস্ত হয়েছে। এমনকি দেশের প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদাও অর্জন করতে পারেনি দলটি।

উত্তরপ্রদেশে ভ্যান উল্টে মৃত তিন

বান্দা, ৩০ মে (হি.স.) : একটি গাড়ি উল্টে মৃত তিন। আহত চার। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার জাতীয় সড়কে। বৃহস্পতিবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলায় জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি উল্টে মৃত তিন। আহত হয় চারজন। ডিসিএম ভ্যানটি এলাহাবাদ থেকে কানপুরের দিকে যাচ্ছিলো তখনই খাগা কোতোয়ালি পুলিশ স্টেশনের কাটোধর টোল প্লাজার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত হয় চারজন। সার্কেল অফিসার (খাগা) কপিল দেব মিশ্রা সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। মৃতদের নাম, মুমতাজ, নিসার এবং সাজিদ। এদের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন কপিল দেব মিশ্রা। আহতদের ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নমো সেনা

● প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত)

- সন্তোষ কুমার গাঙওয়ার
- রাও ইন্দরজিৎ সিং
- শ্রীপদ ইয়েশু নায়েক
- ডা. জিতেন্দ্র সিং
- কিরেণ রিজিজু
- প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল
- রাজকুমার সিং
- হরদিপ সিং পুরি
- মনসুখ এল মান্ডাভিয়া

রাষ্ট্রমন্ত্রী

- ফগ্গনসিং কুলাস্তে
- অশ্বিনি কুমার চৌবে
- অর্জুন রাম মেঘওয়াল
- জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) ভি কে সিং
- কৃষান পাল
- দানবে রাউ সাহেব দাদারাও
- জি কিষান রেড্ডি
- পরষুত্তম রুপালা
- রামদাস আঠাওয়ালে
- সাধ্বি নিরঞ্জন জ্যোতি
- বাবুল সুপ্রিয়
- সঞ্জিব কুমার বলয়ান
- ধুত্রে সঞ্জয় সামরাও
- অনুরাগ সিং ঠাকুর
- অঙ্গদি সুরেশ ছান্না বাসাপ্পা
- নিত্যানন্দ রাই
- রতন লাল কাটারিয়া
- ভি মুরলিধরন
- রেনুকা সিং সারুটা
- সৌম পরকাশ
- রামেশ্বর তেলি
- প্রতাপ চন্দ্র সারেঙ্গি
- কৈলাশ চৌধুরী
- দেবশ্রী চৌধুরী

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আত্মহত্যা

● **প্রথম পাতার পর।।** রয়েছে। পুলিশ উক্ত বিষয়ে একটি অস্বাভিক হত্যা মামলা গ্রহণ করেছে।

জারী

● **প্রথম পাতার পর।।** মূলত, ১লা জানুয়ারী ২০১৯ কে বয়সের ভিত্তি তারিখ ধরে ভোটার তালিকা তৈরী করা হবে। সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর।।**

হচ্ছে। সম্প্রতি, আরো একবার এধরনের প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল। তিনি জানান, ত্রিপুরার আটটি জেলায় মাস দেড়েকের অভিযানে ওই নেশা সামগ্রীগুলি উদ্ধার হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক সেগুলি ধ্বংস করতে হবে। তাই, সুপ্রিম নির্দেশ মেনেই নেশা সামগ্রীগুলি ধ্বংস করা শুরু হয়েছে।

ওই আধিকারিকের কথায়, আজ ৬৫৩৯ কেজি গাঁজা, ৩৭৪৫৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৬৪২১৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৩৭০ গ্রাম হেরোইন ধ্বংস করা হচ্ছে। তবে, নেশা সামগ্রীর পরিমান কিছুটা বাড়তেও পারে। কারণ, আরো কিছু নেশা সামগ্রী আসতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য মিলছে। পুলিশ এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দফাওয়ারী অভিযানে পাচারের সময় নেশা সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে। তাছাড়া, গাঁজার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারের পদক্ষেপ, রাজ্যে এই নেশা সামগ্রী নির্মূলে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, নেশার ব্যবহার বন্ধ করা খুব সহজ নয়। তবে, নেশার বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান এর ব্যবহারে অনেকটা লাগাম টানতে সক্ষম। তিনি জানান, নির্দিষ্ট সময় রাজ্যে উদ্ধার নেশা সামগ্রীগুলি সারা রাজ্য থেকে সংগ্রহ করে বোধজংনগরে ধ্বংস করা হয়।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট

● **প্রথম পাতার পর।।** শ্রীভৌমিক বলেন, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল রাজ্য সরকারের ওই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। তিনি ওই মামলায় পুণরায় সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আগামী ১৭ জুন পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ওই মামলায় উভয় পক্ষকে হাজির থাকার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ওইদিন সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী দিন ধার্য্য হবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক। তাঁর কথায়, পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণে কিছু ত্রুটি এবং অসঙ্গতি রয়েছে। তাই, পুণরায় সাক্ষ্য গ্রহণ বিশেষভাবে জরুরী।

নিরাপত্তা

পাচের পাতার পর

গলিতে ঢুকে পড়ে। তখন পুলিশ ও র‍্যাবের সঙ্গে তাদের ব্যাপক গোলাগুলি হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলিতে আবির রহমান নামে এক জঙ্গি নিহত হয় ও আরেক সন্ত্রাসী শফিউল আলম মুকাদিলকে গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশ গ্রেফতার করে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা

পাচের পাতার পর

এরপর গাড়ির সামনের সিটে উঠে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েক ফুট গাড়ি এগোতে ফের জয় শ্রীরাম স্লোগান। ফের গাড়ি থেকে নেমে পড়েন তৃণমূলনেত্রী। ওখানেই। তারপর কোনও রকমে নিরাপত্তারক্ষীরা গাড়িতে তুলে দেন। এরপর শ্যামনগরের নদিয়া জুট মিলের সামনে ফের এক ঘটনা। ফের নেমে পড়েন দিদি। দু'জায়গাত মোট তিনবার। এক কিলোমিটারের মধ্যে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৪ মে খড়্গপুর থেকে চন্দ্রকোনা-মেদিনীপুর সড়ক ধরে চন্দ্রকোনায় রোড শো করতে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রকোনা ঢোকার মুখে রাধাবল্লভপুরে রাস্তায় কয়েকজন জয় শ্রীরাম স্লোগান দেয়। গাড়ি থামিয়ে সটান নেমে পড়েন মমতা। তারপর সুর চড়িয়ে বলেন, "এই পালিয়ে যাচ্ছিস কেন। সামনে আয়।" মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রকোনা ছাড়ার আগেই তিন জনকে আটক করেছিল পুলিশ। তারপর থেকে বিজেপি-র প্রচারে ফিরে ফিরে এসেছে এই প্রসঙ্গ। খোদ নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ সভা করতে এসে ওই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। অমিত শাহ তো ঘাটালের মঞ্চে প্রকাশ্যেই জয় শ্রীরাম শ্লোগান তুলে বলেছিলেন, ''পারলে আমায় গ্রেফতার করুন।'' এ দিন ফের রাধাবল্লভপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল নৈহাটি-ভাটপাড়ায়।

মাদাম তুসোয় বিরাট

তিনের পাতার পর

কখনই বা হতে পারে। আশা করি ক্রিকেটপ্রেমীরা খেলার পাশাপাশি এই মূর্তির সৌন্দর্য্যও উপভোগ করবেন বিশ্বকাপ চলাকালীন।'

বিরাটের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এই মূর্তিটিতে টিম ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল কিটস ব্যবহার করা হয়েছে। জুতো ও গ্লাভসজোড়া দিয়েছেন কোহলি নিজেই।

হিসেবে ২৬

দুইয়ের পাতার পর

মধ্যে মহিলার হার প্রায় ৪১ শতাংশ। বিজেপির ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ১১ শতাংশ। তবে মোট মহিলা সাংসদের হার এ বার গত বছরের তুলনায় কিছুটা কম। নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, এ রাজ্যে ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২৬টি আসনে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস ও বামেদের কোনও না-কোনও মহিলা প্রার্থী ছিলেন। কোনও কোনও কেন্দ্রে মহিলা প্রার্থী ছিলেন একাধিক। সব মিলিয়ে ৬১ শতাংশ কেন্দ্রেই মহিলারা প্রার্থী হন।

অর্ণবকে জেরা করতেই বেরিয়ে পরল দুই ট্রাঙ্ক ভর্তি নথি

কলকাতা,৩০ মে (হি.স): সারদাকাণ্ডের তদন্তে আজ ফের সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি আইপিএস অর্ণব ঘোষ। অর্ণবকে জেরার সঙ্গে সঙ্গেই সিবিআই দফতরে আনা হয় দুই ট্রাঙ্ক ভর্তি নথি। বৃহস্পতিবার ফের তাঁর মুখোমুখি বসানো হয় আর আই মোল্লাকে। ওই অফিসার সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তের স্বার্থে গঠিত সিট-এ ছিলেন। তাদের ফাইল খুলে খুলে দেখিয়ে অর্ণব ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন অর্ণব ঘো ষ। সারদার তদন্তকারী অফিসার তথাগত বর্ধনের উপস্থিতিতে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। একদিকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তখন হঠাৎ দুই ট্রাঙ্ক ভর্তি নথিপত্র নিয়ে আসেন বিধাননগর দক্ষিণ থানার সাব ইনস্পেক্টর আর আই মোল্লা। তিনি সারদা তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন যে সব নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়ার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার এই অফিসার। ইতিমধ্যেই তাঁকে জেরা করেছে সিবিআই। সারদা তদন্তের সময় মিডল্যান্ড পার্কের অফিস-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে সারদা কণ্ডের এই সব নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এত দিন রাজ্য পুলিশের হেফাজতেই ছিল এই নথি। গত কয়েক বছর ধরে বার বার বলেও, এই সব নথি রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে পায় নি সিবিআই। বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ অফিসার আর আই মোল্লা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। যদিও তিনি তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, ওই নথি মিডল্যান্ড পার্কের। সিবিআইয়ের গোয়েন্দাদের একটা অংশ মনে করছেন, এই দু'ট্রাঙ্ক আসলে হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

বুধবার প্রায় সাড়ে ৯ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছিল অর্ণব ঘোষকে। শিলংয়ে রাজীব কুমারের কাছ থেকে যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, অর্ণবকে জেরা করে সেই ধোঁয়াশা কিছুটা কেটেছে বলে খবর সিবিআই সূত্রে। যদিও এখনও অনেক কিছুই অজানা রয়েছে। সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা একটি পেনড্রাইভ এবং লাল ডায়েরির খোঁজে রয়েছেন। প্রথম দফার জেরাতে অর্ণব ঘোষের কাছে সেই নথিপত্র চাওয়া হয়। তিনি প্রথমে এবিষয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ সব জানেন বলে এড়িয়ে যেতে চান। শিলংয়ের জেরায় রাজীব কুমার জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'সিট গঠন করার পর তিনি কিছুই জানতেন না। যা জানতেন বিধাননগরের গোয়েন্দা প্রধান অর্ণব ঘোষ। শিলংয়ে জেরার সময় রাজীব কুমার সিবিআইকে জানান, সিটের দৈনন্দিন কাজকর্ম তিনি দেখভাল করতেন না। এই বিষয়টি দেখভাল করতেন অর্ণব ঘোষ। সিটের সদস্যরা তাঁর সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তদন্তের দেখভাল করতেন।

বৃহস্পতিবার জেরার শুরুতেই সিটের কর্মপদ্ধতি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। সূত্রের খবর, তিনি স্পষ্ট জানান, সিটে একাধিক সদস্য ছিলেন। তাঁর উপর ছিলেন ঊধ্বর্তন কর্তারা। নীতি নির্ধারণ তাঁরাই করতেন। কর্তাদের বৈঠকে তিনি থাকতেন। কিন্তু তাঁরা যেমন নির্দেশ দিতেন, তেমনটা পালন করতেন। সিটের নিচুতলার অফিসারদেরও অনেক সময় ওই বৈঠকে ডাকা হতো। আর তদন্ত কত দূর এগল এবং কী পর্যায়ে রয়েছে, তা নিয়ে তাঁর 'বসদের' কাছে রিপোর্ট করতেন। ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করেছেন সিটের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা এক দাপুটে আইপিএস পলিসি ডিসিসনের ক্ষেত্রে ছিলেন শেষ কথা। কিন্তু অর্ণব আজ তাঁর প্রাক্তন এবং বর্তমান বস রাজীব কুমারের নাম মুখে আনেন নি।

এরপরই নথি লোপাটের প্রসঙ্গ ওঠে। অর্ণববাবুর যুক্তি ছিল এই বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তদন্তভার সিবিআইয়ের কাছে যাওয়ার পর যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাশ্মীরের সোনমার্গে আটক হওয়া ল্যাপটপের ফরেনসিক পরীক্ষা কেন হয়নি জানতে চাওয়া হলে, অর্ণব ঘোষ জানান, এ বিষয়টি ঊর্ধতন অফিসার জানেন। যদিও এই প্রশ্নের উত্তরে খুশি নয় সিবিআই। এমনকী ফোন কলের 'ট্যাম্পার্ড সিডি' দেওয়ার প্রসঙ্গও ওঠে। এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অর্ণব ঘোষ।

এর আগে, বুধবার অর্ণব ঘোষকে প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, অর্ণব ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ নথি সামনে আসতে পারে। পাশাপাশি প্রভাবশালী যোগ সম্পর্কে অনেক তথ্য উঠে আসতে পারে। বৃহস্পতিবার সকালে ফের সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন বিধাননগরের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান অর্ণব ঘোষ । গতকাল টানা নয় ঘণ্টা জেরা করার পরও সন্তুষ্ট হতে পারেননি তদন্তকারীরা । ফলে ফের তাঁকে এদিন ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর ।

তিন-তিন বার সমন এড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে দফতরে হাজির হন সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা 'সিট'-এর 'সেকেন্ড ইন কমান্ড'অর্ণব ঘোষ। বুধবার সকাল ১০টায় অর্ণব ঘোষ পৌঁছন সিজিও কমপ্লেক্সে। আধ ঘণ্টা পরেই তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরই সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন বিধাননগর কমিশনারেটের এক পুলিশ অফিসার। আর আই মোল্লা নামে ওই অফিসার সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তের স্বার্থে গঠিত সিট-এ ছিলেন। তদন্তে সারদার যেসব জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তাঁর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। আজ ওই অফিসারের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত সেই নথিপত্র চাওয়া হয়। সেই নথিপত্র নিয়েই তিনি সিবিআই অফিসে আসেন। তখনই মুখোমুখি বসিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ক্ষোভ বাড়ছে

আটের পাতার পর

আর তাকে আমরা আনতে চাইবই বা কেন?

গত ২০ মে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য রুমিন ফারাহানাকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের স্বাক্ষর করা মনোনয়নপত্র রুমিন সংগ্রহ করেন খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব এ বি এম সাত্তারের হাত থেকে। জানা গিয়েছে, রুমিন ফারহানার জন্য প্রস্তুত করা ওই মনোনয়নপত্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির স্বাক্ষর করেন গত ৮ মে। অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক যাওয়ার সাত দিন আগেই মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করেন মির্জা ফখরুল। কিন্তু গত ১৯ মে রাতে সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, এই ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই। কারণ, বিষয়টি নিয়ে দলীয় ফোরামে কোনও আলোচনা হয়নি।

নেতারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলছেন, সম্প্রতি নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত তারেক রহমানের একার। লন্ডনে বসে তিনি সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকায় সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির। কখনও কখনও খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব এ বি এম সাত্তার। বিষয়টি নিয়ে মির্জা ফখরুল কিছুটা বিব্রত হলেও দল ও জিয়া পরিবারের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের কারণে তিনি সব কিছু মেনে নেন।

তারেক রহমানের একক কর্তৃত্ব নিয়ে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে চাপা ক্ষোভ থাকলেও দলের অখন্ডতা রক্ষা এবং তারেক রহমানের রোষানলে পড়ার ভয়ে কেউ মুখ খোলেন না। তবে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় স্থায়ী কমিটির বেশিরভাগ সদস্য তারেক রহমানের একক কর্তৃত্বের কড়া সমালোচনা করেন। বিএনপির রাজনীতির থিংক ট্যাংক হিসেবে পরিচিতি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও তারেকের এই একচ্ছত্র কর্তৃত্বের ঘোরবিরোধী। তারা মাঝে মধ্যেই তারেক রহমানের সমালোচনা করেন। অতীতে অনেকবার তাদের এই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন খালেদা জিয়াও।

শুরু মোদির

● **প্রথম পাতার পর।।**

যুব মোর্চার সভাপতি টিংকু রায়, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি বাহারুল ইসলাম, ৮ জেলা সভাপতি সহ অন্যান্যরা আজ দিল্লি গেছেন।

প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আজ রাতে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের সাথে বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ জেলা সভাপতিদের বৈঠক হবে। ত্রিপুরা প্রদেশ জেলা সভাপতিরা আজ অমিত শাহের সাথে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন।

বেধড়র মারধোর

আটের পাতার পর

দেবনাথ। জানা যায় রাজেশের শ্বশুর বাড়ি মধ্যভূবনবনের পিস্তল মাঠ এলাকায়। রাজেশ পেশায় গাড়ি চালক। রাতে গাড়ি নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পথে তাকে আটক করে বিজেপি নামধারি এক নেত্রী গাড়িতে তল্লাশি চালায়। বিষয়টি গাড়ি চালক রাজেশ স্থানীয়দের জানিয়ে বিচার প্রার্থী হয়।

সে অনুযায়ী বিচার সভায় উপস্থিত হওয়ার পর রাজেশের স্ত্রী বিপাসাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এব্যাপারে মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

জ্যোতির্গময় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে গত ২৬ শে মে, রবিবার ব্রহ্মকুন্ড চা বাগানে একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় ।সংস্থাটি সম্পূর্ণ ভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এবং শিবিরে অংশগ্রহনকারী বিশেষজ্ঞ চিকীৎসকেরাও সবাই মহিলা ছিলেন ।উক্ত শিবিরে শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ গোপা চট্টোপাধ্যায়, জেনারেল ফিজিসিয়ান ডাঃ পূরবী রিয়াং কলোই, দন্ত বিশেষজ্ঞ ডাঃ অন্তরা চাকমা ও ডাঃ কমলিনী গৌতম এবং সিনিয়ার স্টাফ নার্স সিস্টার সংগীতা শর্মা ও সিস্টার মানসী মজুমদার উপসিত ছিলেন ।চিকীৎসার পাশাপাশি রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

সংস্থার সদস্যারা বাগানের কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ।ভবিষ্যতে এরকম আরও শিবির করা হবে বলে সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

খেলা

১৫ জুলাই পর্যন্ত লন্ডনের মাদাম তুসোয় থাকছে বিরাট কোহলির মোমের মূর্তি

লন্ডন: আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। গতকাল লন্ডনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে লর্ডসে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির মোমের মূর্তি উন্মোচিত হল। আজ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত লন্ডনের বিশ্ববিখ্যাত মাদাম তুসোয় থাকবে বিরাটের এই মূর্তি।মাদাম তুসো লন্ডনের জেনারেল ম্যানেজার স্টিভ ডেভিস জানিয়েছেন, 'আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশজুড়ে ক্রিকেটজ্বর থাকবে। তাই লর্ডসে বিরাট কোহলির মূর্তি উন্মোচন করার এটাই সেরা সময়। আশা করি ক্রিকেটপ্রেমীরা তাঁদের নায়কদের শুধু পিচেই দেখবেন না, মাদাম তুসো লন্ডনেও দেখতে আসবেন।'মাদাম তুসো লন্ডনে সচিন তেন্ডুলকর, উসেইন বোল্ট, মো ফারার পাশে রাখা থাকবে বিরাটের মূর্তি।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি কেন ব্যর্থ! কারণ খুঁজে বের করেছেন বারাক ওবামা

নিজস্ব প্রতিবেদন : বার্সেলোনার জার্সি পরলে তিনি অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু আর্জেন্টিনার হয়ে তিনি একের পর এক ব্যর্থতার শিকার। কেন? লিওনেল মেসি দেশের হয়ে কেন এতটা ব্যর্থ, কারণ খুঁজে বের করেছেন বারাক ওবামা। গত বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে ফ্রান্সের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মেসির। একের পর এক ব্যর্থতা। সব দায় এসে পড়েছিল মেসির উপর। দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ১৯৮৬-র পর থেকে আর বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায়নি। আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর মেসি দলে থাকা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার এমন দুর্দশা। এর সঙ্গে রয়েছে কোপা আমেরিকার হতাশা। টানা দুবার ফাইনালে হার। ১৯৯৩ -এর পর থেকে কোপা আমেরিকাও জেতা হয়নি আর্জেন্টিনার। আর্জেন্টিনা ও মেসির এমন দুর্দশায় চিন্তিত ওবামা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন মেসির প্রতি ভালবাসার কথা একাধিকবার জাহির করেছিলেন তিনি। এমনকী ওবামার দুই মেয়ে মালিয়া ও শাশাও মেসি-ভক্ত।বোগোতায় ইএক্সএমএ সম্মেলনে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ""আমরা যাদের প্রতিভাবান বলি তারাও অনেক সময় সাধারণদের সঙ্গে কাজ করেই নিজেদের উন্নতি করে। আর্জেন্টিনা দল হিসাবে খেলতে পারেনি। মেসির মতো অসাধারণ একজন ফুটবলার থাকলেও তাই আর্জেন্টিনা বিশ্বকাজ জয়ে ব্যর্থ। খুব মানুষই আছে যারা একক দক্ষতায় সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন। তাই দল হিসাবে এগিয়ে যাওয়া ভাল। এতে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।"" কোপা আমেরিকা শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। এবার ব্রাজিলে বসছে আসর। কোপা আমেরিকায় এবার 'বি' গ্রুপে রয়েছে আর্জেন্টিনা। কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে এবং কাতারের সঙ্গে।

বরাটকে দ্রুত না ফেরালে মার খেতে হবে আমাদের: বোল্ট

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ঠাণ্ডা আবহাওয়া। আচমকা বৃষ্টি। ফের রোদ। লন্ডনের এই খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে সবাই পরিচিত। ক্রিকেটাররা একটু বেশিই। ঠিক সেভাবেই প্রস্তুতি সারছে দলগুলো। প্রথম ওয়ার্ম আপ ম্যাচে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারাতেই ভেঙে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্যাটিং লাইন আপ। অবশ্য কিউয়ি পেসার ট্রেন্ট বোল্টের কৃতিত্ব কোনও অংশে কম নয়। সেই বোল্টই বলে দিচ্ছেন, বিরাটকে দ্রুত না ফেরাতে পারলে বিপদ বাড়বে। ঘাড়ে চেপে বসবে বিরাট। এক সাক্ষাৎকারে বোল্ট বলেছেন, 'বিরাটকে সেট হওয়ার আগেই ফেরাতে হবে। খুব কম ভুল করে বিরাট। শুরুতে না ফেরাতে পারলে বিরাট শেষ করে দেবে বোলারদের। বিরাটকে শুরু থেকেই চাপে রাখতে হবে। দ্রুত আউট করতে হবে। আক্রমণ করতে হবে।' শুধু বিরাট নন। স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, জো রুটের মতো ব্যাটসম্যানরা থাকছেন বিশ্বকাপে। রানের ফুলঝুরি ছুটবে। বোল্টের কথায়, 'এরা প্রত্যেকেই সেরা ব্যাটসম্যান। কে সবচেয়ে ভাল। তা বলা সম্ভব নয়। তবে একদিনের ক্রিকেটে এখন ব্যাটসম্যানরাই রাজত্ব করে। দুই প্রান্ত থেকে দুটি নতুন বল। ফলে রান তোলা সহজ। আমি শুধু এটুকুই বলব। বিশ্বকাপে বোলারদের আক্রমণাত্মক থাকতে হবে।' ইংল্যান্ড এবং ভারতকেই সবাই অন্যতম ফেবারিট বাছছেন। অস্ট্রেলিয়াও পিছিয়ে নেই। বোল্ট অবশ্য বলেছেন, 'যে কেউ বিশ্বকাপ জিততে পারে। ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে খেলছে। তাছাড়া ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দল বেশ ভাল। যে দল শুরুটা ভাল করবে। তারা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।'

বিশ্বকাপ শুরু হতেই রেকর্ড! গড়লেন ইমরান তাহির

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনেই রেকর্ড বুকে নাম তুলে ফেললেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার ইমরান তাহির। তিনিই প্রথম স্পিনার যিনি ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ওভারটি করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক ফাফ ডু'প্লেসিস টস জিতে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম ওভারেই বল করতে আসেন তাহির। এবং দ্বিতীয় বলেই আউট করে দেন ইংরেজ ওপেনার জনি বেয়ারস্টোকে। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছিলেন এবার তাহির। দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেও ছাপ রাখলেন। বেয়ারস্টোকে আউট করার পর পরিচিত ভঙ্গিতে আনন্দে মেতে ওঠেন। ১৯৭৫ বিশ্বকাপে প্রথম ওভারটি করেছিলেন ভারতের মদনলাল। ১৯৭৯ বিশ্বকাপে প্রথম ওভারটি করেছিলেন অ্যান্ডি রবার্টস। ১৯৮৩ বিশ্বকাপে আবার প্রথম ওভারটি করেছিলেন রিচার্ড হেডলি। ১৯৮৭ বিশ্বকাপে প্রথম ওভারটি করেছিলেন শ্রীলঙ্কার ভিনোথেন জন। ১৯৯২ বিশ্বকাপে প্রথম ওভার করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রেগ ম্যাকডারমট। ১৯৯৬ বিশ্বকাপে প্রথম ওভার করেন ইংল্যান্ডের ডোমিনিক কর্ক। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে আবার ইংরেজ পেসার ড্যারেন গফ করেছিলেন প্রথম ওভার। ২০০৩ বিশ্বকাপে প্রথম ওভার করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার শন পোলক।

বিরাটকে টপকে যেতে পারেন আমলা

আজকাল ওয়েবডেস্ক: আর ৯০ রান চাই। তাহলেই বিরাট কোহলিকে টপকে যাবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার হাসিম আমলা। একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম আট হাজার রানের তালিকায় শীর্ষে আছেন ভারত অধিনায়ক। বিরাট কোহলির আট হাজার রান করতে লেগেছিল ১৭৫ ইনিংস। আর আমলা এখনও পর্যন্ত একদিনের ক্রিকেটে ১৭১ ইনিংস খেলেছেন। আর ৯০ রান করলেই আট হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে পড়বে আমলা। বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে আয়োজক ইংল্যান্ড। এই ম্যাচেই দ্রুততম আট হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে যেতে পারেন আমলা। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ২০০০, ৩০০০, ৪০০০, ৫০০০, ৬০০০ ও ৭০০০ রানের মালিক আমলাই। আট হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে গেলে আমলা হবেন চতুর্থ প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান। তার আগে জাক কালিস, এবিডি'ভিলিয়ার্স ও হার্সেল গিবস আট হাজার রান করেছেন। কালিসের রয়েছে ১১,৫৫০ রান। এবিডি করেছেন ৯৪২৭ রান। আর গিবস করেছেন ৮০৯৪ রান। আজকের ম্যাচে আরও একটি নজির গড়ার সুযোগ রয়েছে আমলার। ৩৭ রান করতে পারলেই তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০০০ রান করার কৃতিত্ব অর্জন করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র কালিসের এই কৃতিত্ব রয়েছে।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE ZONAL DEVELOPMENT OFFICER
NORTH ZONE : MACHMARA
No.F. 5(20)/ADC/ZDO(N)/MGNREGA/2019-20/398-402 DATED,
MACHMARA THE 28/05/2019

NOTICE INVITING TENDER

The earlier NIT No. F.5(20)/ADC/ZDO(N)/MGNREGA/2019-20/ 284-87 Dated 20.05.2019 is herby cancelled and A fresh Seal Tender are hereby invited in prescribed format on behalf of the TTAADC from the Registered renowned and bonafide grower/owner having own Nursery/growers of the Tripura State for supply of 4.97,920 Nos Arecanut seedling(Poly Bag) for implementation of Arecanut plantation under MGNREGA projects in North Tripura and Unakoti District at different project/working places of Sub-Zonal areas Under North ZoneTTAADC.during the year 2019-20.

Sealed tender will be received through Registered post/Speed post/ Courier Service and by hand only.

Last date & time for collection of detailed Terms & conditions, tender form up to 3.00 P.M on 06.06.2019 between 11.00 A.M. to 3.00P.M. office working day.The

last date & time for submission of dully tilled up tender form up to 3.00Pm on 10.06.2019.The Tender will be open on 10.06.2019 at 3.30 Pm. if possible.

The prescribed tender form with terms &conditions and specifications etc may be collected from the Development section of the office of the Zonal Development Officer,TTAADC.North Zone,Machmara during working days up to on 06.06.2019 between 11.00 am to 3.00 pm on payment of Rs.500/-(Rupees five hundred) only.

TTAADC/ICAT/C-191/19

Zonal Development Officer
TTAADC, North Zone, Machmara
Unakoti Tripura

SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:04/EE/ENGG.CELL/DSE/2018-19, DTD. 27/05/2019

The Engineering Cell, Secbndary Education Department, Thishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise arc eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on for the following work:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of T ender form	Last date and time for re c eipt of application for issue of tender form	Date of dropping of tender form	Time and date of opening of tender	Place of selling & Dropping of Tener documents
1	100 Seated Girls hostel (First Floor) Including 135 M trs. Goundary Wall with gate at Taidubari Girls hoster, Amarpur, Gomati Tripura /S.H. Construction of 100 Seated Girls Hostel (First Floor) Including 135 m trs. boundary wall with gate at Taidubari Amarpur, Gomati Tripura.	Rs. 823,38,453.00	Rs. 1,00,000	12(Twelve) Months	Rs. 2,000/=	Upto 16.00 h rs on 10/06/2019	Upto 15.00 hrs on 11/06/2019	Likely to be opened at 15.30 hrs on 11/06/19 if possible	Engineering Cell, DSE Sishubihar Comple Agartala, Tripura West

Earnest money should be deposited in the State Bank of India or any scheduled Bank of India guaranteed by **the RBI in** the shape of **"Deposit-at-call"** or **"Demand Draft"** on schedule bank only in favour of **Executive Engineer, Engg.Cell at Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex , Agartala , Tripura west.** The Deposit-at-call or Demand Draft must **be** submitted along with the tender.

Tender documents shall be issued on payment of **'2,000.00** (Rupees two thousand) only in cash/ Demand **Draft(Ncx**

Refundable) on any working days as specified above on production of documentary proof of registration of the firm **along with** an application.

The tender documents are available for inspection **in Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishu Complex, Tripura** from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

ICA/C/047/19

Executive Engineer
Engineering Cell,
Secondary Education Department,
Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PNIT-11/EE/RDD/STC/2018-19 Dated 28-05-2019

The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **19/06/2019** for the following work.

Sl No	Name of the work	e-DNIT No	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and biding at application	Class of Bidder
1	Fstimate for Vertical Extension (2nd Floor) of 420 seated Ekalabya Model Residential School Building at l3huratali under Sabroom Sub Division during the year 2018-19.	eDNIT 82/ EE/RD/STC/ 2018-19 Dated:- 28/05/2019	Rs. 12,372,672.00	Rs. 1,23,726.00	Tweleve (102) Months	Upto 15.00 Hrs on 19/06/2019	At 16.00 H rs on 19/06/2019	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of new RD Division office building at Satchand. South Tripura during the year of 2018-19.	eDNIT 83/ EE/RD/STC/ 2018-19 Dated:- 28/05/2019	Rs. 12832725.00	Rs. 1 28327.00					

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through webs'te Submission of bids physically is not permitted.For any enquiry, please contact by e-mail to eerddstc@gmail.com. https://tripuratenders.gov.in.

ICA/C/064/19

(Er. T.K. Sarkar)
Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-27/EE/RDAD/2018-19 Dt. 28/05/2019

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D) Department, Agartala, West Tripura invites **percentage rate e-tender** in PWD Form No. 7 on single bid system from the Central & State public sector Undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC /MES/CPWD/ Railway/Other State P WD up to **3.00 P.M. of 12/06/2019 for the** following works:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost (rs)	Earnest Money(rs)	Cost of tender form (rs)	Time for completion	Last date and time for e-bidding	Time and date of opening of Bid	Document down-loading and biding at application	Class of Tenderer
1	Extension of 8 Nos Mushroom cultivation centre built for women SHG's Group at I.C. Nagar under Dukli RD Block". DNIT NO: 32/ MUSHROOM-CTV-CENT/ ICN/DKL/BA DP/ RDAD/18-19 Dt.28/05/2019 (3rd Call).	6,73,272.00	6,733.00	500.00	60(Sixty) Days	Upto3.00 PM on 12/06//2019	At 3.30 PM on 12/06/2019	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	"Construction of pucca drain from near the house of Manindra Ch. Sarkar at W/No-8, I.C. Nagar GP under Dukli R.D. Block".**DNIT NO: DT-9/DRAIN-DKUICNGRJFFC/EE/ RDAD/18-19 Dt. 28/05/2019 (2nd Call).**	5,08,506.00	5,085.00	500.00	45(Forty Five) Days				
3	"Construction of pucca drain from near the house of Manindra Ch. Sarkar at W/No-8, I.C. Nagar GP under Dukli R.D. Block".**DNIT NO: DT-9/DRAIN-DKUICNGRJFFC/EE/ RDA D/18-19 Dt. 28/05/2019 (2nd Call).**	5,42,537.00	5425.00	500.00	45(Forty Five) Days				
4	"Providing and laying Brick soling road from Maniram Thakur Para to Bidhu Das Para (1.20KM) under Hezamara RD Block (BADP) during the year 2018-19". ' DNIT NO: 25/BS/MANIRAM-THAKUR-B1DHU- PARA/HZM/BADP/EE/RDAD/18-19 Dt.28/05/2019 (3rdCall).	13,78,582.00	13,786.00	500.00	3)(Thirty) Days				
5	"Construction of water filter Tank at Gourmanui Stadium of Aari VC under Mandwi RD Block". **DNIT NO: 3/W-FILT-TANK/GOURMANI ST ADIUM/AARI VC/BEUP/EE/RDAD/18-19 Dt. 28/05/2019 (2nd Call).**	1,79,242.00	1792.00	500.00	3)(Thirty) Days				
6	"Construction of Water Filter Tank at Mandwi Bazar H. S. School of Mandwi Nagar VC under Mandwi R D Block". **DNIT NO:4/W-FILT-TANK/MAND BAZAR HS SCHL/ MAND-NAGR VC/BEUP/EE/ RDAD/18-19 DL 28/05/2019 (2nd Call).**	1,79,242.00	1792.00	500.00	3)(Thirty) Days				
7	"Construction of Water Filter Tank at Vrigudas bari High School of Vrigudas bail VC under Mandwi R D Block". **DNIT NO:5/W-FILT-TANK/VRIGUDAS BARI HS SCHL/VRIGUDAS BARI VC/BEUP/EE/ RDAD/18-19 Dt. 28/05/2019 (2nd Call).**	5,42,537.00	5425.00	500.00	3)(Thirty) Days				

Eligible bidders shall participate in bidding **only in online through website https:// tripuratenders.gov.in.** Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. *Submission of bids physically is not permitted.* For any enquiry, please contact by e-mail to **eerd.agartala-tr@gov.in or** for any uploading/e-bidding problem contact at 0381 2325988/9436137369 during office.,date and hour only.

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C/053/19

(Er. S. R. Debbarma)
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

NOTICE INVITING SPOT QUOTATION

On behalf of the Government of Tripura, the undersigned hereby invites sealed Spot Quotation from resourceful Firm/ Vendor/authorized supplier for supply of 42 AH UPS BATTERY for using in Dukli RD Block. Details of the Tender may be downloaded from the **website-www.westtripura.gov.in.and** www.tripura.gov.inand also available in the office of the undersigned.

The undersigned will have to right to reject Quotation or contract at any time without assigning any reason.

ICA/C/058/19

(A.R.DEBBARMA, TCS)
Block Development Officer
Dukli R.D Block, West Tripura

অপরিচিত মৃত ব্যক্তির সন্ধান চাই ঃ

REF : WEST AGT PS U/D CASE NO 18/2019 U/S -174 CRPC DT: 29/05/2019

পাশের ছবিটি এক অপরিচিত মৃত ব্যক্তির। বয়স আনুমানিক ৬০ থেকে ৬৫ বছর গত ২৯-০৫-২০১৯ ইং তারিখ আনুমানিক সকাল ১১টা সময় উমাকান্ত একাডেমি বাজার বারেন্দায় পাওয়া যায়। বর্তমানে মৃতদেহ স নাক্ত করার জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এখন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১
৩) পশ্চিম আগরতলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৫৭৬৫

ICA/D/251/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

Recruitment Cancelation Notice

It is to notified for information to all concern that advertisement for engagement of 1 (one) Accounts Officer and 1 (one) Accountant from retired state Government of central Government personal on contract basis under the Directorate of Land Records & Settlement, Government of Tripura vide Advertisement No. 1 (66)-DLRS/ESM2018/1026 of dated 25h January 2019 which was published in local daily news paper on 29.01.2019 is hereby cancelled due to administrative reasons.

ICA/D/245/19-20

(L.T. Darlong)
Director
Land Records & Settlement
Government of Tripura.

MEMORENDUM

Due to unavoidable circumstances following tender DNIT No. 47/EEISNM/PWD/2018-2019,DRAFT NIT NO: 01/8/DNIe-T/SE-IV/PWD/2018-19 invited vide PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE/SNM/PWD/2018-19, Dated:- 27/08/2018 .and PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16–'EE/SNM/ PWD/2018-19, Dated:43/11/2018, respectively are hereby treated cancelled as per clause 17.2 of the DNIT.

The cancellation notice can be seen from the website www.tripuratenders.gov.in.

On behalf of theGovernor of Tripura

ICA/C/069/19

(Er. . Chakma)
Executive Engineer
Sonamura Division,
PWD(R&B)Sonamura,
Sepahijala, Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বৃহস্পতিবার রাইসিনা হিলসে শপথ নেওয়া পর মন্ত্রিসভার সদস্য সহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- হিন্দুস্থান সমাচার।

আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসব জানালেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আগামী ২০২০ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের সময়সীমার মধ্যে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে দশম জাতীয় বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসব। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হচ্ছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেন ত্রিপুরার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, বিজ্ঞান প্রসার, ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদ এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হবে। রাজ্যে, দেশ-বিদেশে যাদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত সৃজনশীল প্রতিভা রয়েছে তা আরও বিকাশের উদ্দেশ্যেই এই ধরণের বিজ্ঞান চলচ্চিত্রের উৎসব আয়োজন করা হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী শ্রীবর্মন আরও বলেন, বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উতপ্রোৎভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানকে কিভাবে সর্বোত্তমরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে তা বিজ্ঞান ভিত্তিক ডকুমেন্টরি, টেলিফিল্ম ইত্যাদি তৈরীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান যত এগুবে তত তার নেতিবাচক প্রভাবও থাকবে। এই সকল নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে চিহ্নিত করে কিভাবে তা রোধ করা যেতে পারে তা এই ধরণের বিজ্ঞান ভিত্তিক ডকুমেন্টরি, টেলিফিল্মের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা যাবে। তাঁর মতে, এই ডকুমেন্টরি ও টেলিফিল্মগুলি সাধারনত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আবিস্কার, শক্তি, পরিবেশ, ঔষধ, কৃষি ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে। তাঁর কথায়, আমাদের দেশে ২০১১ সালে মাত্র ৫৮টি চলচ্চিত্র দিয়ে প্রথমবারের মতো জাতীয় বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসবের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর মধ্যে ২২টি চলচ্চিত্র মনোনয়ন পেয়েছিল এবং ৭টি চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিল। সর্বশেষ ২০১৯ সালে মোহালিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসবে ২৫৯টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। এরমধ্যে ৭৭টি চলচ্চিত্র মনোনয়ন পেয়েছিল এবং ১৮টি চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছিল। তিনি বলেন, জাতীয় বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসবে ইন্টারফেস, ফিউসান, আউট অব দ্যা বক্স এবং রেনবো ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। এছাড়াও অপ্রতিযোগিতামুলক ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরার উপর বিশেষ চলচ্চিত্র তৈরী করা হবে। দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা যাতে রাজ্যে এসে ত্রিপুরার উপর চলচ্চিত্র তৈরী করতে পারে রাজ্য সরকার সেই ব্যবস্থাও করবে বলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মলনে জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের অধিকর্তা ড: নকুল পরাশর, বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসবের বিভাগীয় প্রধান নিমিশ কাপুর এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং।

রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ মে।। রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে বর্তমান সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মন্দিরনগরী উদয়পুরে এবং উনকোটিতে দুটি তারকা হোটেল নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে অত্যাধুনিক মাত্রা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যের নতুন সরকার ক্ষমতার আসার পরই রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানের পর্যটন ক্ষেত্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এর ফলে পর্যনট ক্ষেত্রের আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি। পর্যটন হল যেকোন রাজ্যের আয় উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। পর্যটনের বিকাশ ঘটলে দেশ বিদেশের পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, উদয়পুরের ৬টি দীঘি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দীঘিগুলি সংস্কারের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। তিনি বলেন ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র হল উদয়পুর। উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে ৫১ পিঠের এক পিঠ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। এই মন্দিরের প্রতি দেশ বিদেশের ভক্তপ্রাণ মানুষের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ রয়েছে। জাতি, ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ মাতাবাড়িতে আসেন। সেকারণেই মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণকে আরও কিছুটা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী বলেন পর্যটকরা রাজ্যের এসে আগরতলা অবস্থান করে উদয়পুরে যান। সেখানে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় আবার আগরতলায় ফিরে আসেন। এর মূল কারণ হল উদয়পুরে ভালো হোটেলের ব্যবস্থা নেই। সেকারণেই রাজ্য সরকার উদয়পুরে একটি থ্রি স্টার হোটেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদয়পুরের বনদুয়ারে থ্রি স্টার এই হোটেলটি নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ৩১ মে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। বিভিন্ন সুনামধন্য কোম্পানীগুলিকে হোটেল স্থাপনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। বনদোয়ারে এই হোটেস স্থাপনের পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায় বলেন ওই এলাকায় এডুকেশন হাফ রয়েছে। সেখানে গড়ে উছেঠে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, গোমতী জেলা পলিটেকনিক্যাল কলেজ ত্রিপুরা সুন্দরী ছাত্রাবাস, প্রসার ভারতী উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে আকাশবাণী কেন্দ্র। মন্ত্রি আরও জানান, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে কেন্দ্র বহু পর্যটক রাজ্যে আসেন। উদয়পুরে রাত্রি যাপনের ভালো হোটেল না থাকায় পর্যটকরা আগরতলা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। সেকারণেই রাজ্য সরকার উদয়পুরে থ্রি স্টার হোটেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এদিকে উনকোটিতেও একটি থ্রি স্টার হোটেল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

কৃষকদের পাশে কৃষি তত্বাবধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চড়িলাম, ২৯ মে ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া পশ্চিম চড়কপাই এলাকার ৩০ থেকে ৪০ পরিবারের লোকজন কৃষিক ফসল উৎপাদন করে উনাদের সংসার চালাচ্ছেন। জানা যায়, গত তিন বছর আগে বগাফা কৃষি দপ্তর থেকে ওই এলাকার লোকজনদের কৃষিক ফসল উৎপাদনের জন্য আর্থিক সাহায্যের হাত বারিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এই এলাকার লোকজন কৃষিক ফসলের মধ্যে কাকরোল ও পটল চাষের উপর গুরুত্ব দেন বেশি। কৃষকদের কাছ থেকে জানা যায় এই দুটি ফসল উৎপাদন হয়ে বেশি ও এই দুই ফসল চাষ করে কিছু লাভের মুখ দেখতে পান কৃষকা। এছাড়া এই এলাকার কৃষকরা মরিচ, ভেন্ডি, সীম, বেগুন ও নানান কৃষিক ফসল উৎপাদন করে থাকেন। বর্তমানে কাকরোল ও পটল উৎপাদনে সরকারিভাবে সাহায্য করার মতো কোনো প্রকার স্কীম নেই। তাসত্বেও এই কৃষকদের পাসে গিয়ে দারয়া বগাফা কৃষি দপ্তরের কৃষি তত্বাবধায়ক দেবাশিষ পাল।

প্যাডেল রিক্সায় ব্যাটারি হাইকোর্টের রায়ে বেআইনী, চালকরাও জানেন : পশ্চিম ত্রিপুরা ট্রাফিক সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। প্যাডেল রিক্সায় ব্যাটারি ত্রিপুরা হাইকোর্ট বেআইনী ঘোষণা দিয়েছে। তাই, ব্যাটারি চালিত প্যাডেল রিক্সায় রাস্তায় নিয়ে বের হওয়া উচিৎ নয় চালকদের। তবে, ত্রিপুরা সরকার এখনো আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। বৃহস্পতিবার এ-কথা বলেন পশ্চিম জেলা ট্রাফিক সুপার পিনাকি সামন্ত।

আজ তিনি বলেন, প্যাডেল রিক্সায় ব্যাটারি ত্রিপুরা হাইকোর্ট নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে, প্যাডেল রিক্সা থেকে ব্যাটারি খুলে নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে আদালত। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার এখনো এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। কারণ, গতকাল ত্রিপুরা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। ফলে, অর্ডার কপি হাতে পাওয়ার পরই এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি জানান, গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা হাইকোর্ট প্যাডেল রিক্সায় ব্যাটারি নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু, এখনো এ-বিষয়ে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু, এখন রাজ্য সরকার বসে থাকবে না বলেই মনে হচ্ছে। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকারের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখনই ব্যাটারি চালিত প্যাডেল রিক্সার বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালানো হবে না। কারণ, রিক্সা চালকদেরও সময় দেওয়া উচিৎ। নয়তো, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ ইতিমধ্যে রাজ্যের সমস্ত রিক্সা চালকরা জেনে গিয়েছেন। প্যাডেল রিক্সা থেকে ব্যাটারি খুলতেই হবে, তা-ও চালকরা বুঝে গেছেন। সেক্ষেত্রে, হাইকোর্টের নির্দেশ সত্বেও ব্যাটারির সাহায্যে প্যাডেল রিক্সা চালানো হলে চালকরা জেনেবুঝে বেআইনী কাজ করবেন। ফলে, কোন ধরনের বেআইনী কাজ না হোক, তা চাইছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, খুব শীঘ্রই এ-বিষয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রাজধানী জুড়ে দোকানে দোকানে গাঁজা, মদ ও নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বিক্রি

আগরতলা।। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীয় কিছু সংখ্যক দোকানে গাঁজা, মদ ও নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে। স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররাও নেশার কবলে পড়ছে। বৃহস্পতিবার নাগেরজলা এলাকায় বড়দোলায়ী যুবমোর্চার পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে গাঁজা বিক্রির সময় দুই দোকানীকে হাতে নাতে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার কথা ঘোষণা করেছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর নেশা বিরোধী অভিযান বেশ জোরদার হয়েছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের ডামাঢোলে নেশা বিরোধী অভিযান স্থিমিত হয়ে পড়ে। নেশাকারবারীরা নতুন নতুন কৌশলে তাদের ব্যবসা চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহরের কিছু কিছু দোকানে সিগারেটের ভিতরে কিংবা আলাদা ছোট প্যাকেট করে গাঁজা বিক্রি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওইসব দোকানে বেআইনিভাবে বিলাতি মদও বিক্রি হচ্ছে। নেশা জাতীয় ট্যাবলেটের রমরমা রয়েছে। স্কুল কলেজ এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এই ভয়ঙ্কর নেশায় আকৃষ্ঠ হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা নাগাদ নাগেরজলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে গাঁজার প্যাকেট তুলে দেবার সময় বড়দোয়ালী যুবমোর্চার কর্মীরা হাতে নাতে ধরে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে দুই দোকানীকে আটক করে নিয়ে যায়। তারা হল উত্তম ঘোষ ও সৃজন দেব। তাদের বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে। তাদের হেপাজত থেকে প্রায় ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন বড়দোয়ালী যুব মোর্চার সভাপতি পঙ্কজ শুক্লদাস। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পুলিশ এব্যাপারে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করে ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

মোহনপুর থেকে ১৫লাখ টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ মে।। ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার মোহনপুর মহকুমার সিধাই থানাধীন মনতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমান গাঁজা উদ্ধার করলো পুলি। আজ বৃহস্পতিবার(৩০ মে) বিকেলে গোপন খবরের ভিত্তিতে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা সুভাষ সাহার বাড়ীতে অভিযান চালায় পুলিশ। এই অভিযানে মাটির নিচ থেকে ৬ড্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যার মোট ওজন প্রায় ২৬০কিলোগ্রাম। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ লাখ টাকা বলে জানিয়েছেন মোহনপুর মহকুমার এসডিপিও রঙ্গদুলাল দেববর্মা। তিনি আরো জানান এদিনের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিম জেলার এডিশনাল এসপি অমিতাভ পাল, সিধাই থানার ও সি বিজয় সেনসহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। গাঁজা উদ্ধার হলেও বাড়ীর মালিক সুভাষ সাহাকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ আসার আগে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বিষপানে আত্মহত্যা স্কুল পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ মে।। বক্সনগরের রতনদোলা এলাকার মেধাবী ছাত্র হৃদয়কে সব চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না। মায়ের গালমন্দে অভিমানে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে হৃদয় বণিক নামে দশম শ্রেণির এক ছাত্র। তার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র হৃদয় বণিক শিক্ষক-শিক্ষিকা সহপাঠী সহ সকলের কাছেই ছিল খুবই স্নেহের ভালবাসার পাত্র। সে ছিল খুবই মেধাবী ছাত্র তার বাবা দুলাল বণিক বক্সনগরের রতনদোলার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। হৃদয়ের মা পড়াশোনা করার জন্য গালমন্দ করায় মর্মাহত হয়ে মেধাবী ছাত্র হৃদয় ঘরে মজুত থাকা ইঁদুর মারার ঔষধ খেয়ে ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে যন্ত্রণায় ছটফট শুরু করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অবস্থা সঙ্কট জনক হওয়ার সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তরিত করা হয়। অবস্থার অবণতি ঘটতে থাকলে হৃদয়কে তার বাবা কোলকাতায় পিয়ারলেস হাসপাতালে নিয়ে যান সেখানে তিনদিন চিকিৎসার পরেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে দিল্লিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্স বিমান ভাড়া করেন। এর ভাড়া বাবদ দিতে হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা কিন্তু নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা পর অ্যাম্বুলেন্স বিমান আসে। ফলে তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে হৃদয়।

তার মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। তার মা বাবা শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন। তাদের কাছে কারোর শান্তনার বাণী হৃদয় স্পর্শ করছে না। হৃদয়কে হারিয়ে মানষিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

তারেক রহমানের একক কর্তৃত্বে বিএনপিতে ক্ষোভ বাড়ছে

ঢাকা, ৩০ মে (হি.স.) : বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপিতে এক ব্যক্তির কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে দলটির শীর্ষ পর্যায়ে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

জানা গিয়েছে, খালেদা জিয়ার অবর্তমানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটিকে অন্ধকারে রেখে সব ধরনের সিদ্ধান্ত তিনি একাই নিচ্ছেন। শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কোনও ধরনের আলোচনা, পরামর্শ ও তাদের মতামত ছাড়াই লন্ডনে বসে একাই দল চালাচ্ছেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপির পাঁচ প্রার্থীর শপথ গ্রহণ, নাগরিক ঐক্য'র আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব, সংরক্ষিত নারী আসনে রুমিন ফারাহানাকে মনোনয়ন, বগুড়া-৬ উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ ও খালেদা জিয়ার জন্য মনোনয়ন সংগ্রহের নির্দেশ সম্প্রতি নেওয়া এই সিদ্ধান্তগুলোর কোনোটির ব্যাপারেই দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা কিছুই জানতেন না।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপির ছয় সংসদ সদস্যের শপথ গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে গত ২৯ এপ্রিল শপথ নেন চার জন। শপথ গ্রহণের পর এই চার জনের পক্ষ থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ সাংবাদিকদের জানান, তারেক রহমানের নির্দেশেই তারা শপথ নিয়েছেন। শপথ গ্রহণের আধা ঘণ্টা আগে স্কাইপের মাধ্যমে তারেক রহমান তাদের শপথ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তার আগে একজন শপথ নিয়েছিলেন।

সংসদে শপথগ্রহণ চলাকালে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সে সময় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির সাংবাদিকদের বলেছিলেন, শপথ গ্রহণের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমার শরীরটা ভালো না। বাড়ি থেকে বের হইনি। বাড়িতেই আছি। শুধু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির নয়, চার সংসদ সদস্যের শপথ গ্রহণের ২০ ঘণ্টা আগে গত ২৮ এপ্রিল রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, শপথ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল আছে বিএনপি। নতুন কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। শপথ গ্রহণের পর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তারা দুইজনই বলেছিলেন, এই ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না।

সম্প্রতি নাগরিক ঐক্য'র আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন তারেক রহমান। চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক যাওয়ার আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির এই প্রস্তাব মান্নার কাছে পৌঁছে দেন। মাহমুদুর রহমান মান্নাকে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য ড় মঈন খান বলেন, দলীয় ফোরামে এই বিষয়টি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তাছাড়া মান্না সাহেব তো একটি দলের প্রধান। তিনি বিএনপিতে আসবেন কেন ?

ছয়ের পাতায় দেখুন

পিস্তল মাঠ এলাকায় মহিলা বেধড়র মারধোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মধ্য ভুবনবনের পিস্তল মাঠ এলাকায় বিচার সভায় এক মহিলাকে বেধড়র মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঐ মহিলার নাম বিপাসা সাহা পাল। স্বামীর নাম রাজেশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে রাহুলের সঙ্গে বৈঠক কুমারস্বামী ও শরদ পাওয়ারের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে নিজের বাসভবনে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার এবং কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর সঙ্গে বৈঠক করলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

লোকসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের। মহারাষ্ট্রে এনসিপির সঙ্গে জোট করে লড়েছিল কংগ্রেস এবং কর্ণাটকে জেডি(এস)-এর সঙ্গে জোট করেছিলেন রাহুল গান্ধী। দুই রাজ্যেই চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে ইউপিএ জোটের। এদিন নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করতে একে একে রাহুল গান্ধীর বাসভবনে আসেন শরদ পাওয়ার এবং এইচ ডি কুমারস্বামী।

সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। এই সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীকে অনুরোধ জানান কুমারস্বামী এবং শরদ পাওয়ার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।